প্রমাদ।

প্রমাদ ।

হরিহর শেঠ প্রণীত ।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি হইতে,
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা
প্রকাশিত ।
২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ।

১৩ ৬ ।

প্রমাদের বশে যে সকল হিতৈষী গুরুজন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় ও স্নেহভাজন-গণের স্বরূপ আজিও চিনিতে পারিলাম না, তাঁহাদের উদ্দেশে "প্রমাদ" উৎসর্গ করিলাম।

নিবেদন।

১৩০৯ সালের 'সুধায়' 'সাহিত্যে ভ্রম' নামে প্রথম প্রবন্ধটী এবং ১৩১২ সালের 'প্রদীপে' 'বিশ্বপ্রমাদ' নামে দ্বিতীয় প্রবন্ধটী প্রকাশ হইয়াছিল। তৃতীয় প্রবন্ধটি পরে লিখিত হয়।

বড় অধিক আশা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। আশা আমার, পূর্ণতা সাধন তাঁহার ইচ্ছা।

চন্দননগর,

পৌষ, ১৩১৬ সাল। হরিহর শেঠ।

প্রমাদ।

প্রথম প্রবন্ধ।

—(:০:)—

অনন্ত সংসারের যে কোন বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাবতীয় বিষয়ই কিছু না কিছু ভ্রান্তি বিজড়িত। বন্ধুবিচ্ছেদ, আত্মবিচ্ছেদ, উপযুক্ত পাত্রে স্নেহ ও ভালবাসার অভাব, বিশ্বাসহীনতা ইত্যাদি রূপ সাংসারিক বিপর্য্যয় ও শান্তিহীনতার মূলে কোন না কোন ভ্রম প্রমাদ প্রত্যক্ষ বা অলক্ষরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা যে ভ্রমের কথা বলিতেছি, ইহা মানবের একটী প্রবল শত্রু। যেমন মৃত্তিকামধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কীট মানবগোচরের অলক্ষ্যে থাকিয়া মূলদেশ দংশন দ্বারা মহান্ তরুকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ভ্রমকীট মনুষ্যের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে তাহাকে নষ্ট করিতে থাকে। যখন এই বিষম অনিষ্টকারী ভ্রান্তি নরনারীর হৃদয় অধিকার করে, তখন তাহাদের বিবেক শূন্য করিয়া ফেলে; কোনরূপেই তখন

নিজ ভ্রম বুঝিতে তাহারা সমর্থ হয় না। এমন কি, কেহ কেহ জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে কালের তিমিরময় গর্ভে চিরতরে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

এই অশান্তিময় নিষ্ঠুর জগতে প্রকৃত প্রেম বা ভালবাসা দুর্লভ সামগ্রী। এ সামগ্রীর তুলনা নাই। যদি কপটতা পূর্ণ ক্রুর পৃথিবীতে মনুষ্য-হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করিবার কোন উপাদান থাকে, তবে তাহা প্রেম ও ভালবাসা, ভক্তি ও স্নেহ। কিন্তু সংসারের নিয়ম এই যে, যাহাতে যত সুখ, তাহার অভাবে তেমনি দুঃখ। হৃদয়ের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহাকে হৃদয় ভরিয়া ভালবাসিতে না পারিলে আর তাহা অপেক্ষা দুঃখ ও যাতনা কি আছে? কিন্তু এই ভালবাসার অভাব, যাহা অধুনা বহুসংখ্যক ব্যক্তির অন্তরে পরিলক্ষিত হয় এবং যাহা দ্বারা তাঁহাদের জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলে, তাহা আমাদের বিবেচনায় সাধারণতঃ কোন একটি ভ্রম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বাঙ্গালির একান্নবর্ত্তী পরিবার ও সেই পরিবারের ব্যক্তি সমূহ মনের সুখে কালাতিপাত করিতেছে, এরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার কারণ কি? অধিকাংশ স্থলেই মনের ভ্রান্তি।

ভাবিলে ব্যথিত হইতে হয়, অধুনা এমন অনেক সংসার দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে পিতামাতার সহিত পুত্রের মনের বেশ ঐক্য নাই, শ্বশ্রূ বধূর পবিত্র সম্বন্ধ সে সংসার হইতে তিরোহিত হইয়াছে। শ্বশ্রূ বধূকে আপনার কন্যার মত মনে করিতে পারেন না। যদি বধূমাতা কিছু দোষ করেন, তবে তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দিতে চেষ্টা বা দোষের জন্য তিরস্কার না করিয়া, পরের সন্তান ভাবিয়া— কি, কি কারণে বলিতে পারি না, তাঁহাকে অন্যভাবে ব্যবহার করেন। তাহাতে তাঁহার কোমল হৃদয়ে উৎকট হলাহল ঢালিয়া দেওয়া হয়; পরিণামে দাঁড়ায় যে, সুখের সংসার ক্রমে শ্মশানে পরিণত হইতে থাকে, এবং একে একে সকলের হৃদয় জ্বলিয়া জ্বলিয়া ইহকালেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। ইহারও মূল অধিকাংশ স্থানেই ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে বৈষয়িক অবস্থা বেশ সচ্ছল, সমাজে যথেষ্ট সম্ভ্রম আছে, অন্তরে মহতী বিদ্যা, শরীরে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, অকৃত্রিম বন্ধু, সাধ্বী পত্নী সকলেই আছে, বাহ্যিক কোন উৎপাত নাই, কিন্তু মনের শান্তির সম্পূর্ণ অভাব। সাধ্বী প্রেমময়ী ভার্য্যা আছেন সত্য, কিন্তু তথাপি দাম্পত্য-জীবনে তাঁহারা বড় অসুখী। ইহার কারণ কি? এক-

মাত্র ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংসারে সবই চলিয়া যাইতেছে, পতি পত্নীতে দেখা হয়, কথা হয়, একত্রে আহার, বিহার, শয়ন, সকলই পার্থিব নিয়মে প্রতিদিন নির্ব্বাহ হইতেছে, কিন্তু তথাপি উভয়ের মনের সুখশান্তি একেবারেই বিদূরিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা কোন বিষয়ে বুঝিতে পারিতেছেন না, অথবা একজনে বুঝিলেও, আর একজন বুঝেন না,—বুঝাইবার আর সুযোগও হয় না, সুতরাং কোনরূপে দিন অতিবাহিত হইতে থাকে, ক্রমে অসহ্য বোধ হইলে পরিণামে আত্ম-হত্যা পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

শুধু একটি ভ্রম হইতে মানবের এমন শোচনীয় পরি-ণাম হইতে পারে, তাহা ভাবিলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। বিশ্বনিয়ন্তার এই অসীম রাজ্যে চারিদিকেই যে ভ্রমে পরিপূর্ণ, তাহার আর সংশয় নাই। আমাদের এই ক্ষীণ লেখনী আজি তাহাই দৃষ্টান্তাদির সাহায্যে দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছে।

কবি-কল্পনা-সৃষ্ট বিমল স্বর্গীয় চরিত্র মৃণালিনীর প্রতি একবার অবলোকন করুন। তাঁহার দেবোপম চরিত্রে কিসের অভাব ছিল, আর হেমচন্দ্রের চরিত্রই বা কোন্ দোষে কলুষিত? কোন দোষই ছিল না, উভয় চরিত্রই

নির্ম্মল, উভয়ে উভয়কেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। সে অতলস্পর্শা ভালবাসায় নিমগ্ন হইয়া হেমচন্দ্র আপনার কত মহান কর্ত্তব্যেও শিথিলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শুধু মৃণালিনীর জন্যই পিতৃরাজ্য পর্য্যন্ত হারাইলেন। একদিন মৃণালিনীর সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদের কথা শ্রবণ করিয়া গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধান পূর্ব্বক "গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব" বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু হায়! সেই হেমচন্দ্র সেই মুখেই আর এক দিন গুরুদেবের সম্মুখে বলিতেছেন—"মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব," যে মৃণালিনীর জন্য "রাজ্য, শিক্ষা গর্ব্ব অতল জলে ডুবিয়া যাউক" বলিতে পারে, তাঁহার মুখেরই এই কথা! যখন হেম মৃণালিনীকে কালসাপিনী পিশাচিনী ভাবিতেছেন, তখন মৃণালিনী কি করিতেছেন, —মৃণালিনী দারুণ যাতনায় সাগ্রহে গিরিজায়ার সহিত প্রভুর শারীরিক কুশল-প্রশ্নে প্রবৃত্তা, পাঠক মহাশয় তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। যখন হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে —কুলটা ভাবিয়া শূলে বিদ্ধ করিবার কথা কহিতেছিলেন, তখন মৃণালিনী গিরিজায়াক বলিতে ছিলেন,—"হেমচন্দ্রের মুখের কথা না শুনিলে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।" তখনও তাঁহার মনের

ধারণা, হেমচন্দ্র তাঁহারই। হেমের বক্ষশ্চ্যুত হইয়া সোপানের প্রস্তর আঘাতে মাথায় বিষম ব্যথা লইয়া সোপানে বসিয়া গিরিজায়াক বলিতেছেন,—"আমি আজিও তাঁহার দাসী"। জগতের কি নিষ্ঠুর নিয়ম, মৃণালিনী দেবী, দেবীর অদৃষ্টে এত নির্য্যাতন?

এক্ষণে কথা হইতেছে, হেমচন্দ্র যে মৃণালিনীর জন্য সর্ব্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি এত অবিশ্বাস, এত কঠোরতা কোথা হইতে আসিল? এত অমানুষিক পৈশাচিক ব্যবহার করিতে কে শিখাইল? কেন তিনি মৃণালিনীর পত্র না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন? কেন তিনি প্রাণের দোসর মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ দ্বারা সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন না? যদি দেখা হইল, তবে সকল কথা শুনিতে না শুনিতেই সন্দেহাগ্নি সহস্রগুণে প্রজ্বলিত হইল কেন? কেন এই নিরপরাধা রমণী এত যাতনা পাইল? এই সকল প্রশ্নের কি উত্তর হইতে পারে? শুধু মনের ভ্রান্তি ভিন্ন আর কি ইহার অন্য উত্তর আছে? পাষণ্ড ব্যোমকেশ মিথ্যা করিয়া যাহা বলিল, হৃষীকেশ তাহাই সরলান্তকরণে বিশ্বাস করিলেন, পুত্রের চরিত্রের কথা একবারও ভাবিলেন না। এই খানেই ভুলের সূত্রপাত, এই দিন হইতেই

মৃণালিনীর জীবন যামিনীর সুখতারা ডুবিতে লাগিল।

হৃষীকেশ মৃণালিনীর আখ্যায়িকায় কে?—কেহই নয়, একজন উপনায়ক মাত্র; কিন্তু তাহার একটি সামান্য ভুল হইতে কি বিষাদময় পরিণাম ঘটিল! তাঁহার কথা শুনিয়াই মাধবাচার্য্য বিশ্বাস করিলেন। ইনি পণ্ডিত এবং জ্যোতিষি, রাজ্যের ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারেন, কিন্তু এই সামান্য ভুলটী বুঝিতে পারিলেন না। আচার্য্যের এক কথাতেই হেমচন্দ্রের মনে এত অবিশ্বাস জন্মিল। অবিশ্বাস করিবার পর তিনি একবারও আপনার ভ্রম হইতেছে, ইহা চিন্তা করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে হইল কি? ফল ত কিছুই হয় নাই। তিনি নিজমুখেই এক স্থানে মনোরমাকে বলিয়াছেন,— "ভ্রান্তি হইতেই অধর্ম্ম জন্মে," কিন্তু নিজের অধর্ম্ম দেখিতে পাইলেন কৈ? হেম ও মৃণালিনী সংলিপ্ত সকল ব্যক্তির মধ্যে কেবল মাত্র একটি মানব এই ভুলের অধিন হয় নাই—সে মণিমালিনী। যে দণ্ডে তাহার পিতা মৃণালিনীর চরিত্রে ভুল বুঝিল, সেই দণ্ডেই সে তাহার পিতার ভ্রম বুঝিয়াছিল, ভ্রাতা ব্যোমকেশের অপরাধও সেই সঙ্গে বুঝিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে

বুঝায় কিছু ফল হইল না গল্পের হিসাবে দেখিতে গেলে, হৃষীকেশও যাহা, মণিমালিনীও তাহা ; কিন্তু হৃষীকেশের ভ্রম হইতে কত অনিষ্ট হইল, আর মণিমালিনী সত্য বুঝিয়াও যে কোন উপকার হইল না, ইহা কেবল কালের ধর্ম্ম।

সত্য, মৃণালিনী পুনরায় স্বামীর পূর্ব্ব ভালবাসা পাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তৎপরে আজীবন সুখেই কাটাইয়াছিলেন ; কিন্তু সেও তাঁহার অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে ভ্রম হইতে তাঁহাকে অত ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার অপনোদন হইয়াছিল সত্য। কিন্তু সেও আশ্চর্য্য, সেটাকে করিব অনুগ্রহ বলিতে পারা যায়। মিলনান্ত (Comedy) দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য, তাই ঘটনা চক্রে হেমচন্দ্রের সহিত ব্যোমকেশের মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ নবদ্বীপের পথপ্রান্তের এক কুটীর মধ্যে সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। কিন্তু সেক্সপীয়রের ডেস্‌দিমনার (Desdemona) অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাঁহার হৃদয় বিদারক ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করিলে লোমাঞ্চ হয়। ওথেলো কি মহাভ্রমে পতিত হইয়া ডেস্‌দিমনাকে নিজ হস্তে হত্যা করিলেন ! এই ভ্রম হইতে যে বিভৎস পরিণাম ঘটিয়াছিল, মৃণালিনীর তদ্রূপ ঘটে নাই বটে ;

কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহার মৃত্যু না ঘটিলেও এক সময় তিনি মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। ডেস্‌দিমনার মরণকালিন কাতরভিক্ষা-বাক্যগুলি শ্রবণ করিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না, সে সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। হৃষীকেশের ভুল হইতেই মৃণালিনী এক সময় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও উপেক্ষিতা হইয়াছিলেন; ডেস্‌দিমনার শোচনীয় মৃত্যুর মূল ক্রুর মতি ইয়গোর (Iago) প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্র হইলেও, ওথেলোর মনে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ উপস্থিত না হইলে কখনই এরূপ ঘটিত না। আর এই সন্দেহই তাঁহার মহাভ্রম. ইহা হইতেই সকল অনিষ্ট ঘটিল, এই সন্দেহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে শেষে পবিত্রহৃদয়া ডেস্‌দিমনার প্রাণ লইতে হইয়াছিল। নির্দ্দোষী ক্যাসিওর পদচ্যুতিরও ইহাই কারণ। ওথেলো কলের পুতলির ন্যায় পাপিষ্ঠ ইয়াগোর কথায় চালিত হইতেছিলেন। তিনি ভ্রমরূপ মহাশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই একেবারে সকল মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিলেন, নচেৎ নরাধম ইয়াগোর কথায় এত বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে তিনি যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও প্রিয় সুহৃদ জানিতেন, সেই ক্যাসিওকে ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সাধ্বী স্ত্রী ডেস্‌দিমনাকে এত অবিশ্বাস

করিবেন কেন? সন্দেহের প্রথম অবস্থায়, বোধ হয়, একবার উহাদিগের নিকট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেই সব গোলমাল মিটিয়া যাইত। মনুষ্য এই ভ্রমরূপ অন্তঃ-শত্রুর দ্বারায় আক্রান্ত হইলে বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞানহীন হইয়া যায়; জ্ঞানবান ও বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যাক্তির সৎ উপদেশ সে সময় তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। সেই জন্যই ক্যাসিও ও এমেলীর কথা ওথেলোর নিকট অপ্রিয় হইয়াছিল। মহাকবি সেক্সপিয়র তাঁহার "The Winter's tale" এ দেখাইয়াছেন, লিয়ন্তিস্ দারুণ সন্দেহোৎপন্ন প্রতিহিংসা-বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া এপলো দেবের প্রত্যাদেশ লিপিকেও অবিশ্বাস করিয়াছিলেন।

সতী হারমিয়নীই (Hermione) বা কি অপরাধে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও নির্ব্বাসিতা হইয়া কারারুদ্ধা হইয়া ছিলেন? তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কখনও কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই, তথাপি দুরাদৃষ্ট বশতঃ লিয়ন্তিসের ভ্রম বিশ্বাস হইতে তাঁহাকে কত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। যদিও ডেসদিমনার ন্যায় তাঁহাকে স্বামী কর্ত্তৃক হত হইতে হয় নাই, তথাপি তাঁহার কষ্টের সীমা বড় অল্প নহে। হারমিয়নী কারাবাস কালে, সেই দারুণ দুর্দ্দিনে যখন একটি

কন্যারত্ন প্রসব করিলেন, তখন তিনি যেন আঁধারে একটি আলোক পাইলেন। সেই তনয়ার মুখ কমল অবলোকন করিয়া তিনি কিছু শান্তিবোধ করিতেন। কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্য, অবিলম্বেই নয়নানন্দ বুক-জুড়ান ধনটি তিনি হারাইলেন। যদি কন্যাটি কালগ্রাসে পতিত হইত, বোধ হয় তাহাহইলে এত কষ্ট হইতনা। ইহকালের যিনি রমণীর একমাত্র দেবতা—স্বামী, তাঁহারই ভ্রান্তি বশতঃ নিজের ধর্ম্মপত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া সদ্যজাত শিশুকে চির নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিলেন। কি ভয়ানক অবিচার, কি নারকীয় অত্যাচার। স্বামী কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার উপর এই কঠোর শাস্তি, ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যুশ্রেয়ঃ নয়? যদি পালিনা রাণীর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আরও কত দণ্ডভোগ করিতে হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

মৃণালিনী, ডেস্‌দিমনা ও হারমিয়নী তিন জনেই নিজ নিজ স্বামীর ভ্রান্তিতে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্বামীগণও ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। অনুতাপের অনল বড়ই জ্বালাময়; তিন জনেই এই অনলে জ্বলিয়াছিলেন। কঠিন হৃদয় মূঢ় ওথেলো সে জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন।

এই মহা অনিষ্টকারি ভ্রম সকলকারই হইয়া থাকে। পাত্রবিশেষে ফল নানা প্রকার ফলিয়া থাকে। কেহ ইহার দ্বারা আত্মবিসর্জ্জন সাধন করেন, কেহ অপরকে মারিয়া শেষে নিজে মরেন। যাঁহাদের হৃদয় অপেক্ষাকৃত কোমল, তাঁহারাই প্রায় পরকে মারিবার অগ্রে আত্ম-বলি দিতে প্রবৃত্ত হন। আর যাঁহারা কঠোর অন্তঃকরণ বিশিষ্ট, তাঁহারা নিজের সংহার সাধনের পূর্ব্বে অপরকে সংহার করেন। কোমল হৃদয় অপেক্ষা কঠিন হৃদয়ের প্রতি ইহার আধিপত্য অধিক। কিন্তু সকলেই যে পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া স্বইচ্ছায় আপনাকে বা পরকে কষ্ট দেন, তাহা নহে। ভ্রান্তি হইতে সন্দেহের উৎপত্তি হয়, তৎ-পরে উহা প্রবলতর হইলে মস্তিষ্ককে এক প্রকার বিকার-গ্রস্ত করিয়া ফেলে; পরে সাধারণতঃ ক্রোধ, হিংসা, ইত্যাদির দ্বারা উত্তেজিত হইয়াই জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে পাপে নিমগ্ন হয়।

রমণীহৃদয় এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। উহা যেমন কুসুম কোমল, আবার তেমনই বজ্রকঠোর। সংসারে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে, যে অনেক রমণী ভ্রান্তিজনিত বা সত্যমূলক কোন মানসিক যাতনায় সারা জীবন দগ্ধ হইবেন, তথাপি অপরের নিকট তাহা লুকাইতে সর্ব্বদা

চেষ্টা করেন। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের স্বামী বা অপর কোনও পরম আত্মীয়কে ইহা জানাইলে তাঁহারাও যন্ত্রণা পাইবেন, তদপেক্ষা কাহাকে না বলিয়া নিজে সহ্য করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট নর-নারী প্রায় জীবনে সুখী হইতে পারেন না। রাজা লিয়রের নিজের ভ্রমের জন্যই বাহ্যিক ও আন্তরিক সকল সুখ শান্তি নষ্ট হইয়া শেষে অতি কষ্টে জীবন বহন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আমরা এরূপ দুঃখক্লিষ্ট ব্যক্তির কথা বলিতেছি না। লিয়র কনিষ্ঠ কন্যা কর্ডেলিয়ার অন্তরের কথা বুঝিলেন না, জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যাদ্বয়ের আপাতঃ মিষ্ট চাতুরি বাক্যে বিশ্বাস করিলেন ইহাই তাঁহার ভ্রম। এই ভ্রমে তাঁহার বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত না, যদি আর অধিক অগ্রসর না হইতেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মুখের কথা শুনিয়াই ক্ষান্ত হইতেন; রাজ্যাদি প্রদান করিয়া পুরস্কারের ব্যবস্থা না করিতেন।

কোমল ও কঠিন অন্তঃকরণের প্রতি ভুলের আধি-পত্য কি প্রকার, তাহা দেখাইবার জন্য পাঠক মহোদয়-গণকে একবার দামোদর বাবুর 'দুই ভগ্নি'তে সরলা বিনোদিনী ও স্বামী যোগেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। দেখুন, পবিত্র হিন্দুললনার

হৃদয় কি স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত। বিনোদিনী—সূর্য্যমুখী, ভ্রমরও মৃণালিনীর একটি অপরা ভগিনী। এ আখ্যায়িকায় বিনোদিনী ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়ের হৃদয়ই এক বহ্নিতে প্রজ্বলিত; কিন্তু উভয়ের অন্তর কত প্রভেদ। কমলিনী দুই জনের অলক্ষিতে দুই জনের হৃদয়েই এক বিষবৃক্ষের দুইটী বীজ রোপণ করিয়াছিল; যোগেন্দ্রের উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে যত শীঘ্র ও যত বেগে ঐ বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিনোদিনীর হৃদয়ে তত সত্বর ও তেজের সহিত বর্দ্ধিত হয় নাই; সে একটি নিস্তেজ মৃতপ্রায় চারাগাছ মাত্র। যাহা হউক, উভয় তরু হইতে ফল উৎপন্ন হইল কি? যে যোগেন্দ্রনাথ এক সময়ে বিনোদিনীর নিকট হইতে কয়েক সপ্তাহ পত্র না পাইয়া শেষে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই যোগেন্দ্রনাথ পাপিয়সী কমলিনীর ও মাধির ষড়যন্ত্রে ভুলিয়া, প্রণাধিক প্রিয় পত্নীর চরিত্রে মিথ্যা সন্দেহ করিয়া, লাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা ও মর্ম্মপীড়িতা বিনোদিনীকে শেষে কঠিন-প্রাণে সজোরে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। আর কোমলান্তকরণা বিনোদিনী পদাহত হইয়া কি ভাবিতেছিলেন? তিনি দেবতার নিকট ও প্রাণেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে-

ছিলেন,—"তোমার চরণে যেন জন্মান্তরে স্থান পাই।" তখনও তিনি স্বামীকে অতুলনীয় রত্ন মনে করিতেছিলেন। যখন যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবিয়া ভয়ানক প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতেছেন, তখন দেবী বিনোদিনী সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশায় একাকী বসিয়া যোড়করে ঊর্দ্ধনেত্রে জগতের পতির নিকট আপন পতির জন্য কি প্রার্থনা করিতেছেন শুনুন—"হে অনাথ-নাথ! হে ইচ্ছাময়! আমার জীবলীলাত সাঙ্গ হইতে চলিল; আমার সুখ দুঃখ ত অচিরে ফুরাইবে। কিন্তু দয়াময়! ঐ ব্যক্তি, দুঃখিনীর ঐ সর্ব্বস্বধন, অভাগিণীর ঐ জীবন-সর্ব্বস্ব, উঁহার চরণে যেন কুশাঙ্কুরও না বিঁধে; উঁহাকে যেন একবারও দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিতে হয়, উঁহার সুখ যেন অব্যাহত থাকে। যে দুঃখিনী এখনই তোমার শান্তিময় চরণে আশ্রয় লইবে, তাহার প্রার্থনা হে জগদীশ! অবহেলা করিও না।" দেখিলেন, হিন্দু নারীর দেবীত্ব, কোমলহৃদয়ার মানসিক প্রবৃত্তি। যোগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে ভ্রান্তিবিষ প্রবেশ করিয়া ঘোর সন্দেহবশে একদিন বিনোদিনীকে হত্যা করিবার ইচ্ছাও হইয়াছিল, সেই বিষ ত বিনোদিনীর হৃদয়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে বিষের কার্য্য ঠিক

বিপরীত প্রকারের নহে কি? বিনোদিনী ক্রমশঃ অশেষ মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে অহিফেন সেবনে ভবজ্বালা দূর করিলেন।

বিনোদিনীকে প্রাণবিসর্জ্জনের জন্য অস্বভাবিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারি দেবীর উষাবতী এই জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আপনা হইতেই স্বাভাবিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। "দীপনির্ব্বাণ" উপাখ্যানে উষাবতীর মৃত্যুতে গ্রন্থকর্ত্রী কল্যাণের যে অনুতাপ-দগ্ধমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও হৃদয়ার্দ্রকারী। চিন্তাশীল পাঠক একবার কল্যাণের সেই দারুণ হৃদয়ভেদী অনুতাপের কথা মনে করুন, ইহা শ্রবণ করিলে বুঝি পাষাণও বিগলিত হয়। কি যাতনাময় অনলে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল, বুঝি তাহা বর্ণনার অতীত! ইহার মূলও ত সেই ভ্রম, সেই এক ভ্রম, যাহাতে ওথেলো, যোগেন্দ্রনাথ, দুষ্মন্ত প্রভৃতি মগ্ন হইয়াছিলেন। হায়! হায়! বুঝি এই ভ্রান্তিতেই এই বিশ্ব প্লাবিত। কমলিনীর ষড়যন্ত্রে যোগেনাথের প্রমাদ বশতঃ যেমন নিষ্কলঙ্কিনী বিনোদিনীর মৃত্যু; ইয়াগোর ষড়যন্ত্রে, ওথেলোর ভ্রমে যেমন সতী ডেসডিমনা হত হইয়াছিলেন; দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে

দুষ্মন্তের ভ্রমে যেমন শকুন্তলা নির্ব্বাসিতা, লিয়ন্তিসের ভ্রমে যেমন পতিব্রতা হারমিয়নি নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন; সেইরূপ বিজয়ের ষড়যন্ত্রে কল্যাণের ভ্রান্তিবশতঃই রাজকুমারী উষাবতীর মৃত্যু। উল্লিখিত নায়কগণের ন্যায় কল্যাণের ভুলের পরিপুষ্টতা সাধন হইতে ও তাহার পাপময় পরিণাম ফলিতে অধিক সময় লাগে নাই, দুই পাঁচ দিবসের মধ্যেই সব মিটিয়া গেল।

একটি ভ্রম হইতে হত্যা, আত্মহত্যা ও স্বাভাবিক মৃত্যু এই তিনরূপই আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু শেষ দুই প্রকারের মৃত্যু বুঝি শুধু হিন্দুদিগেরই সম্ভব। কোমল পবিত্রহৃদয়া হিন্দুললনা পতির প্রণয়ে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়া জীবনধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ স্থলে তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদা অত্যধিক পরিমাণে মানসিক চিন্তার ভারে মৃত্যুমুখে পতিত হন, নচেৎ কোন অস্বাভাবিক উপায়ে আত্মপ্রাণ নষ্ট করেন। স্বামী নিজমুখে দুশ্চারিণী বলিলে কোন্ স্বাধ্বী হিন্দু স্ত্রী আর সে প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা করেন? কিন্তু দেখুন নিষ্কলঙ্কিনী পবিত্রহৃদয়া ডেস্‌দিমনাকে যখন ক্যাশিওর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে দুঃখ করিতে শুনিলেন, তখন ওথেলো বলিলেন,—

"Out, strumpet! weep'st thou for him to my, face?"

তখন ডেস্‌ডিমনা স্বামীর নিকট কি ভিক্ষা চাহিতেছেন দেখুন?

"Des. O banish me, my lord, but kill me not!
Oth. Down, strumpet!
Des. Kill me tomorrow; let me live tonight!
Oth. Nay, if you strive,—
Des. ——————But half an hour!
Oth. Being done, There is no pause.
Des. But while I say one prayer!
Oth. It is too late." (smother her).

রোহিণী মৃত্যুর পূর্ব্বে গোবিন্দলালকে ঠিক এইরূপ বলিয়াছিলেন,—"মরিব না, মারিও না, চরণে না রাখ. বিদায় দাও।" যদি কোন পাঠকের মনে হয়, ডেসদিমনা স্বামীর সহিত চিরবিচ্ছেদের কথা মনে করিয়াই, একটি রাত্রি, অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টার জন্য জীবনভিক্ষা চাহিয়াছিলেন: তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু স্বামীর চক্ষুশূল হইয়া এক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া ফল কি? মৃণালিনী, শকুন্তলা, বিনোদিনী ও ভ্রমর যখন নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহারা স্বামীর চক্ষুশূল হইয়াছেন, তখন তাঁহারা একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন আর কি কামনা করিয়াছিলেন! হিন্দুসতী যাঁহার সতী-

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কথা শ্রবণ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সতী-গণ বোধ হয় নিজের প্রাণাপেক্ষা কিছুই অধিক অভি-লষিত মনে করেন না। নিষ্কলঙ্কিনী হীরো যখন সাধারণের নিকট অসতী বলিয়া বিবেচিত হইলেন, তিনি পিতাকে বলিলেন;—"Refuse me, hate me, torture me to death." তথাপি মরিতে চাহিলেন না। কিন্তু ঠিক এইরূপ অবস্থায় বিনোদিনী অপকলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় স্ব ইচ্ছায় আত্মঘাতিনী হইলেন। আমরা প্রসঙ্গক্রমে হিন্দুরমণীর দেবীত্ব দেখাইতে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি; আশা করি, পাঠক মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন।

কেবল কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা দেখাইলাম মাত্র যে, একজনের একটী ভুল হইতে পরিণামে তাঁহার নিজের এবং আরও কত লোকের কত অনিষ্ট হইতে পারে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, সাধারণতঃ ইহার কিরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মনুষ্যকে তিন প্রকার ভ্রমে পতিত হইতে দেখা যায়; যথা, দেখিবার ভুল, শুনিবার ভুল ও বুঝিবার ভুল। প্রথম দুই প্রকারের উপর মনুষ্যের বিশেষ আধিপত্য না থাকিলেও, উহা হইতে অতি [illegible]

ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে। অশ্বত্থমা কর্ত্তৃক পাণ্ডব-দিগের পঞ্চশিশু হত্যা এবং তৎপরিণামে দুর্য্যোধনের হরিষে বিষাদ, ইহা নিঃসন্দেহ অতি দুঃখময় লোমহর্ষণ ব্যাপার। এই ইন্দ্রিয়গত ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া সকলেরই সম্ভব। শেষোক্ত ভ্রমটি মানবের মনে প্রায় ঘটিতে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে যতগুলি উদাহরণ দেখান হইয়াছে প্রায় সকল গুলিই এই শ্রেণীভুক্ত। অনেক বিচক্ষণ ব্যাক্তিও এক এক সময় আপনাদের এই প্রমাদ কোন মতেই বুঝিতে সক্ষম হন না। অথচ অপরের চরিত্রে এইরূপ দেখিলে অতি সহজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কখন কখন সামান্য একটি কথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বক্তা যাহা বলিল, শ্রোতা তাহা শ্রবণ করিল, কিন্তু বুঝিল অন্যরূপ। হয়ত তাহার মনের ভাব মুখে ঠিক প্রকাশ করিতে পারিল না, শ্রোতা এক-বার সে কথা মনেও না আনিয়া উহা অন্য ভাবে গ্রহণ করিল এবং সেই দিন হইতে একটি ভ্রান্তি পোষণ করিতে লাগিল। অবশেষে হয়ত দুই পাঁচটি ঘটনা-পরম্পরায় ফল বিশেষ অশুভ হইয়া দাঁড়াইল। আবার এমনও ঘটিতে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র কতক গুলি ঘটনা-চক্রের দ্বারা ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তথাপি ইহার পরিণামও

সময় সময় অতি ভয়ানক হইতে দেখা যায়। মনুষ্য এই ভ্রমের অধীন হইলে এক এক সময় তাহারা বুঝিতে পারিয়াও প্রতিকার করিতে সক্ষম হয় না। তখন তাহারা সংশোধনার্থে যাহা করে, ঘটনাচক্রের দ্বারা ফল প্রায় বিপরীত হইয়া যায়। এইশ্রেণীর ভ্রমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সেক্সপীয়রের Comedy of Errors.

ন্যায় বিবেচনার অভাবে যে প্রমাদের উৎপত্তি, উহা প্রায় ক্রোধ, মোহ, কামাদি রিপুর প্রাবল্য বশতঃই হইয়া থাকে। যখন কচ দেবযানীর বাসনা পূর্ণ করিতে একান্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, তখন দেবযানী কচের প্রতি অন্তরের ভালবাসা ভুলিয়া দুর্জ্জয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। যাঁহার জন্য ঋষিতনয়া এক দিন পিতার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব বলিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, তাঁহাকে এরূপ অভিশাপ দিলেন কেন? নির্দ্দোষী কচকে তিনি নিশ্চয়ই দোষী মনে করিলেন, নচেৎ কারণ কি? ইহাই দেবযানীর ভুল।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "রাজা ও রাণীতে" বিক্রমদেবের চরিত্রে এক প্রকার ভুলের দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিয়াছেন; রাজমহিষী সুমিত্রা নির্দ্দোষী, রাজ্যের প্রকৃত রাণী। যে জালন্ধররাজ তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হইয়া

রাজ্যকে নষ্ট করিতে বসিয়াছিলেন, তিনিই আবার সেই রাণীর প্রতি বিমুখ হইলেন কেন? রাণীর কোন দোষ ছিল না, তথাপি তাঁহার প্রতি ভাবান্তর হইল কেন? এ ভ্রমটি বোধ হয় আত্মাভিমান হইতে উৎপন্ন। সামান্য ভ্রান্তি প্রমাদ হইতে সময় সময় আমাদের মহা অনিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বারংবার বলিয়াছি। ইহার উৎপত্তির কারণ যাহাই হউক, অদৃষ্ট যে সকলের মূল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পস্থিউমাস (Leonatus Posthmmus) সিম্বেলিন (Cymbeline) নাটকের নায়ক। তিনি ইমোজেনকে ভালবাসিয়া রাজ আজ্ঞায় চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের উভয়ের প্রেমের বন্ধন শিথিল হয় নাই। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, পস্থিউমাস সুদূর ইটালিতে থাকিয়া কত সহজেই ইমোজেনের চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহার হত্যার জন্য বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মনে এ সন্দেহ জন্মাইতে কোন শত্রুর ষড়যন্ত্রের আবশ্যক হয় নাই, একজন বিদেশীয়ের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে যাইয়াই তাঁহার এই মহাগ্রহ। ইয়াকিমো যত পাষাণ-হৃদয় বা মন্দ প্রকৃতির লোক হউক, সে পস্থিউমাসের কোন প্রকার অনিষ্ট করিবার জন্য পূর্ব্বে একদিনও সঙ্কল্প করে নাই, বোধ হয়, সে চিন্তা তাহার মনোমধ্যে

এক মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। পম্পিউমাসের কথা শ্রবণেই তাহার এই পাপ বাসনার উৎপত্তি।

যে ভ্রান্তি মনুষ্য হৃদয়ে অশান্তি আনয়ন করে, আমরা তাহাই আলোচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ অধিকাংশ সময় ইহার দ্বারা ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে কেহ বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন, এ উদাহরণ অতি বিরল। সেক্সপীয়রের “Much ado about nothing” নামক নাটকে বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের ভালবাসার উৎপত্তি ভ্রম হইতেই। প্রথমে উভয়েই উভয়কে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এ্যারগণ রাজপুত্র ডনপেড্রোর চক্রান্তে উভয়ের মনে উভয়ের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার হইতে লাগিল। বেনিডিক কেবল অপরের কথা শুনিয়া মনে করিলেন, বিয়াট্রিশ তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসেন এবং সেইরূপ বিয়াট্রিশও পরের মুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, বেনিডিক তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসেন। দুইজনের ভ্রম শেষ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! এরূপ অদৃষ্টবান্ ব্যক্তি পৃথিবীতে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

আমরা এই প্রবন্ধে অদ্য কেবল মাত্র এক প্রকার ভ্রমের আলোচনা করিলাম। নায়ক নায়িকার হৃদয়ের

সার সামগ্রী ভালবাসার মূলে ভ্রম প্রবেশ করিয়া যে মহা অনিষ্ট সাধন করে, যাহা দ্বারা তাহাদের সমস্ত জীবনকে অনন্ত ক্লেশের আবাস করিয়া তুলে, অদ্য আমরা সেই ভ্রান্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। প্রবন্ধান্তরে ইহার দ্বারা মানবজীবনে অন্যান্য যে সকল নিগ্রহ ও বিড়ম্বনা আনয়ন করিয়া থাকে, তাহার বিষয় কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

এক্ষণে একটি কথার উল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা বোধ হয় অসঙ্গত। উপন্যাস ও নাটকাদি হইতে কতকগুলি চরিত্রের উদাহরণ দ্বারা, আমরা আলোচ্য বিষয় প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; জানি না, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে কি না। যদি কোন মহোদয় উপন্যাস, কাব্য ও নাটকাদিতে বর্ণিত কল্পনা-প্রসূত চরিত্রাদির সাহায্যে বাস্তবজীবনের কোন সত্য প্রমাণ করা অসঙ্গত মনে করেন, এই জন্য এই স্থলে ঐ বিষয়ের দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করি। উপন্যাস ও নাটকাদিতে চিত্রিত চরিত্রাবলীর সহিত বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ, আমাদের বিবেচনায় অতি নিকট, ইহারা সাধারণতঃ মনুষ্যের জীবনের অনুকরণেই অঙ্কিত হইয়া থাকে। কতকগুলি

নাটক ও উপন্যাস আছে, তাহাদের বর্ণিত ঘটনাবলী কিছু আশ্চার্য্য ও অসাধারণ প্রকারের, বাস্তবজীবনে সে সকল ঘটনা প্রায় ঘটে না বা ঘটা এক প্রকার অসম্ভব। ইংরাজী সাহিত্যে উহাদিগকে Romance বলিয়া থাকে, ঐ শ্রেণীর কাব্য ও উপন্যাসাদিতে বর্ণিত চরিত্র দ্বারা মনুষ্যজীবনের তুলনা করা যুক্তিযুক্ত না হইলেও, সাধারণ উপন্যাসের অন্তর্গত নায়ক-নায়িকার চরিত্র যে অধিকাংশ স্থলেই মানবচরিত্রের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

জগতের অসীম সাহিত্য-সমুদ্র হইতে এস্থলে আমারা যে কয়খানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সকল গুলিতেই দেখাইয়াছি যে, নায়ক বা নায়িকা উভয়েই এক সময়ে না এক সময়ে কোন ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন এবং পরিশেষে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর তাহার ফলভোগ করিয়াছেন। "ওথেলো" ও "দুই ভগ্নীর" ন্যায় এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যাহাদের জীবনই ভ্রান্তিময় ; সকল গুলির উল্লেখ করা আমাদের সাধ্য বা সম্ভব নহে। যদি এই ভ্রান্তি মনুষ্যের জীবনপথের একটি প্রধান সহচর না হইবে, তবে এতগুলি মনস্বী কবি ও নাটককারের কল্পনা-স্রোত ঐ একই দিকে প্রধাবিত হয় কেন?

সেক্সপীয়র ও কালিদাস আজ কতদিন হইল ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কল্পনা অঙ্কিত চিত্রাদিতে ও আধুনিক সময়ের বঙ্কিমচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী ও দামোদর বাবু ইত্যাদির দ্বারা চিত্রিত চিত্রে সেই একদাগ লাগিয়া আছে। ইহা হইতেই কি প্রতীয়মান হইতেছে না যে, এই ভ্রান্তি বিশ্বমাঝে চিরদিনই এই ভাবে নরনারীর হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করিতেছে?

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

বিশ্বব্যাপী প্রমাদ সংসারের যাবতীয় বিষয়েই সমভাবে বিরাজ করিতেছে। যেমন ভ্রান্তির দ্বারা মনুষ্য হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী প্রেম ভালবাসার মূলদেশ শিথিল করিয়া তাঁহার পরিণাম জীবন বিষময় করিয়া তুলে। দ্বিধাশূন্য প্রেমিক যুগলের পবিত্র হৃদয় হইতে স্বর্গীয় প্রণয়ের বিনাশ সাধনের পক্ষে অনেক সময় ভ্রান্তির অযাচিত, অপ্রত্যাশিত সহায়তা যেমন অনিবার্য্য ; সেইরূপ ভক্তি, মমতা প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তিগুলিকে মানব অন্তর হইতে ভ্রম প্রমাদের উদ্যোগেই অধিকাংশ সময় বিতাড়িত হইতে দেখা যায়। ইহারও পরিণাম সময় সময় যে প্রকার বিষাদময় হইয়া-থাকে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই ভ্রান্তি অজ্ঞাতে কোন সূত্রে মানব মনে প্রবিষ্ট হইয়া যখন ক্রমশঃ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে, তখন সেই মানব তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া—কাচপোকা কর্ত্তৃক আক্রান্ত-উচুংয়ের ন্যায়, তাহার, অর্থাৎ সেই ভ্রমের বশে চালিত হইতে থাকে ; বিবেক, বল, বুদ্ধির কার্য্যকারী শক্তি ক্রমে

লুপ্ত হইয়া, শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে নিতান্ত আয়ত্বাধীন হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু কি প্রেম, কি ভালবাসা, কি ভক্তি, কি স্নেহ সকলগুলিরই উচ্ছেদ সাধনের জন্য বিশ্বাসরূপ দ্বার-রক্ষককে সর্ব্ব প্রথম পরাজিত করিতে হয়, এই পরাজয় সাধনের জন্য ভ্রান্তিকে বড় অধিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তাহার ত্রিভুবন বিজয়ী নির্ম্মম কঠিন করস্পর্শে স্বর্গের দেবতা হইতে বিভৎস দানব প্রভৃতি সকলই তাহার নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মানব জীবনকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বান-প্রস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম। ইহাদের মধ্যে সংসার বা গৃহস্থাশ্রমকে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা অপর তিনটি আশ্রমের আশ্রয় স্থল। ভগবান মনু বলিয়াছেন;—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব জন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্ততে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥ (৩অ-৭৭)।
যস্মাত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গ্রহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ (৩অ ৭৮)

"যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবিত থাকে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া আর সকল আশ্রম জীবিত

থাকে। যেহেতু অপর তিন আশ্রম অহরহঃ এই গৃহস্থ-কেই আশ্রয় করিয়া রক্ষিত হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।”

তিনি আরও বলেন—

ঋষয়ঃ পিতর দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা॥ (৩৮.

“ঋষিগণ, পিতৃলোক, অতিথি এবং অন্যান্য প্রাণীগণ পুত্রাদি পরিবেষ্টিত গৃহীর নিকট আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানী গৃহস্থ ঐ সকলের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।”

এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সংসারাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের নবম অধ্যায়েও গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই পুত্রাদি পরিবেষ্টিত গৃহী বলিতে যুগপৎ হিন্দু সংসার ভিন্ন আর কি মনে পড়ে? হিন্দুরাই আদর্শ গৃহস্থ। সমগ্র আমেরিকা-ইউরোপীয় জাতিদিগের ভিতর ইহাদের অনু-রূপ সংসারপ্রিয়জাতি আর আছে কি না সন্দেহ। পুত্র, কন্যা, [illegible], ভ্রাতুষ্পুত্র পরিবেষ্টিত হিন্দু সংসারের মধ্যে কি অনুপমেয় সুখ শান্তি থাকিতে পারে তাহাএক হিন্দু ভিন্ন আর কে কল্পনা করিতে পারেন? একের সুখ দুঃখে

অপরের স্বতঃ সহানুভূতি, একের জন্য অপরের চিন্তা আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন, সংসারাশ্রমে যত অধিক সম্ভব এত আর কোথাও সম্ভবে না। আর সেই সহানুভূতি, সেই আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যেও যে একটু আনন্দ ও সুখ আছে, তাহাও অন্যত্র দুর্লভ। এই গৃহাশ্রমের মূলভিত্তি ইন্দ্রিয়-সংযম। ইহাতে যেমন নিত্য সুখ তেমনই ধর্ম্ম ও যথেষ্ঠ। পরম পবিত্র গৃহস্থাশ্রমের নিয়ম ও কর্ত্তব্য সকল একান্ত মনে যত্নসহকারে পালন করিলে পরকালে স্বর্গ-লাভ হয়। যথা ভগবান মনুঃ—

স সন্ধার্য্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চে হেচ্ছতা নিত্যংযোহ ধার্য্যোদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥
(৩অ-৭৯)*

"যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্য সুখ কামনা করেন, তাঁহার পরম যত্নে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।"

কিন্তু হায়! যে সংসার হইতে ইহকালে নিত্যসুখ ও পরকালে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, আজি সে সংসারই

* মনুসংহিতার এই শ্লোক চতুষ্টয় আমি প্রথিত নাম লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। অনুবাদও তাঁহার। লেখক।

বা কয়টী দেখা যায়? যাহা আছে তাহার অধিকাংশই বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য স্থানে, বাঙ্গলায় তাহা ক্রমশঃই দুর্লভ হইতেছে। এখন সেই পুত্রপরিজন পূর্ণ শান্তিময় সংসারই অধিকাংশ স্থলে অশান্তির কঠোর কারাগার সদৃশ হইয়া উঠিয়াছে এবং সংসারের পরিজনবৃন্দ আপনাদিগকে সেই কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ পাশবদ্ধ কয়েদীর ন্যায় মনে করিতেছেন। আর যাঁহারা সেইরূপ কারাগারে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারাও বিভিন্ন প্রকারের গৃহস্থ। এস্থলে গৃহস্থাশ্রমের অধিকাংশ লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলেও অধিকাংশ কর্ত্তব্য তাঁহাদের দ্বারা পালিত না হইলেও, তাঁহাদিগের গৃহস্থাশ্রমী ভিন্ন আর অন্য সংজ্ঞা নাই। অধুনা পবিত্র গৃহস্থাশ্রমের নাম তাহাদের দ্বারাই কলুষিত হইতেছে। তাঁহারাও পুত্রাদি পরিবেষ্টিত গৃহী কিন্তু এই আদি শব্দে এখানে সাধারণতঃ স্ত্রী কন্যা পৌত্র পৌত্রী বা জামাতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। উপস্থিত সময়ে এই শ্রেণীর গৃহীই অধিক, বোধ হয় আরও কিছুকাল পরে গৃহী বলিতে ইহাদিগের ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইবে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, যদিও এই শ্রেণীর ব্যক্তিসমূহ বিবিধ অশান্তির শেল সহিতে না পারিয়া অবশ্য,

সুখের আশায় সংসার ছাড়িয়া নূতন সংসারের সৃষ্টি করে, কিন্তু ইহাতে কি তাঁহারা প্রকৃত সুখ বা শান্তি-লাভ করিতে পারে? যদি কোন ভুক্তভোগী অনায়াসে সরল ভাবে উত্তর দেন, একান্নবর্ত্তী সংসারের তুলনায় ইহাতে সুখ, শান্তি, তৃপ্তি অপার; তবে তাঁহার উক্তি অলীক। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তাঁহা-দের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও, তাঁহদের অজ্ঞাত। গৃহস্থাশ্রমের প্রকৃত সুখ নিঃসন্দেহ তাঁহারা অবগত নহেন। কঠিন পরিশ্রমে মুষ্টিমেয় অন্নের সংস্থান করিতে পারি-লেই যে ব্যক্তি আপনাকে পরিতৃপ্তিমান মনে করে, সে পরম উপাদেয় রাজভোগের স্বাদ কল্পনা করিবে কিরূপে? যে কখনও আম্র ফলের আস্বাদ গ্রহণ করে নাই, সে তাহার মধুরতা কল্পনা করিবে কিরূপে? অন্ধের পক্ষে দর্শনসুখ, বধিরের পক্ষে শ্রবণসুখ, খঞ্জের পক্ষে ভ্রমণসুখ যেমন অপরিজ্ঞাত; তাঁহাদের পক্ষেও প্রকৃত সংসারের সুখ সেই প্রকার অপরিজ্ঞাত। শুনি-য়াছি কোন সময়ে এক বিদেশীয় (যিনি পূর্ব্বে কখনও নারিকেল বৃক্ষ দেখেন নাই) কোন স্থানে একটি বহু-সংখ্যক ফলপূর্ণ নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া এক ব্যক্তিকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তৎপরে উহার বিশেষ

বিবরণ জ্ঞাত হইলে একটি ফল ভক্ষণের জন্য তাঁহার নিতান্ত লোভ জন্মে। তখন সেই ব্যক্তি কোন গতিকে একটি নধর ডাব সংগ্রহ করতঃ, শস্য বোধে তাহার ছোবড়া গুলি চর্ব্বণপূর্ব্বক অবশেষে যখন কঠিন আবরণ-আবৃত শস্য বহির্গত হইল তখন তাহা আঁটি বোধে নিক্ষেপ করিল। এক্ষণে অনেকেই এই বিদেশীয়ের ন্যায় অজ্ঞতাবশতঃ সংসারের উৎকৃষ্টাংশ টুকু ত্যগ করিয়া মন্দাংশ টুকু গ্রহণ করিয়াই, নারিকেল ফল আস্বাদনের ন্যায় গৃহাশ্রমের সুখের আস্বাদ গ্রহণ করেন। প্রকৃত পক্ষে সংসার ছাড়িয়া আধুনিক সংসারের বিবিধ অসুখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াকেই তাঁহারা সুখ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, সংসারের এই বিবিধ অসুখ অশান্তি কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়। সুখের সংসার অসুখের দগ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠে ইহার কারণ কি? আমাদের বিশ্বাস একমাত্র ভ্রান্তিই ইহার প্রধান কারণ। এই ভ্রান্তির এমনই শক্তি যে, গৃহস্থগণ ইহার অধীন হইলে আর সেই গৃহের প্রনষ্ট সুখ শান্তির যাহাতে পুনরুদ্ধার হয়, অথবা যাহাতে উহা নষ্ট না হয়, তাহাদের মনে সেরূপ কোন ইচ্ছা বা চেষ্টার কথা স্থান পাইতে দেয় না। সুতরাং

এক প্রমাদ হইতে শত প্রমাদের উৎপত্তি হইয়া সংসার দিনে দিনে অসুখের আবাস হইয়া থাকে। শেষে শান্তি—ময় পবিত্র সংসার জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অশান্তিময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

সংসারে পরমাত্মীয়গণের সহিত মতের অনৈক্য ঘটিয়া মনোমালিন্য ও মানসিক বিচ্ছেদ বশতঃ যে সকল গৃহে বিপ্লব ঘটে, তাহার মূল কারণ অনেক স্থলেই মনের ভ্রান্তি। সাংসারিক বিপর্য্যয় ঘটিবার পূর্ব্বে প্রথম সংসারে প্রায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা,--উপযুক্ত পাত্রে স্নেহ, ভালবাসা ও ভক্তির হ্রাস, সম্মানিজনের মান্যের লাঘব, আপনাদিগকে অধীন ভাবিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্ব স্ব প্রভুত্ব বা প্রাধান্য প্রকাশ, প্রাপ্য অধিকারে বঞ্চিত এবং অপরকে উপযুক্ত অধিকার দানে কৃপণতা প্রকাশ। এতদ্ভিন্ন হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, অবিবেকতা প্রভৃতিও পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের উৎপত্তির আদি কারণ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেক স্থলেই সেই সর্ব্বানর্থকারী ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কুশের মূল্যের ন্যায় এই মূল প্রত্যক্ষ হইতে সচরাচর অতিদূরে বর্ত্তমান থাকে।

অনেক সময় ইহা কলমের বৃক্ষের সহিত তুলনা হইতে পারে। কলমের গাছ দেখিয়া বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতি-রেকে আগন্তুক যেমন তাহার আদি বৃক্ষ অথবা জন্মস্থান নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ বিবিধ সাংসারিক বিপর্য্যয় কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বিশেষ অনুসন্ধান ভিন্ন স্থির করা যায় না। এই উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলে ফল শুভ হইবার সম্ভাবনা।

উক্ত বিষয় সকল প্রমাণ করিতে হইলে উদাহরণের সহায়তা একান্ত আবশ্যক, এমন কি অনিবার্য্য বলিলেও হয়, কিন্তু সেই উদাহরণ সার্ব্বজনীন বিশেষ পরিচিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বে সে সুযোগ যে পরিমাণে ছিল, উপ-স্থিত ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ অভাব। সে ক্ষেত্র যে পরি-মাণে প্রসারিত ছিল তাহা প্রায় অনন্ত, তাহার তুলনায় বর্ত্তমানের ক্ষেত্র নিতান্ত অপ্রশস্ত ও সঙ্কুচিত। শত শত সংসারে প্রতিনিয়ত বহুল জাজ্বল্যমান উদাহরণ নিত্য পরিলক্ষিত হইলেও তদ্দ্বারা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত হইতে পারে না। হইতে পারে রামবাবু দেশ প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও ধনবান্, কিন্তু তাঁহার সংসারের গুহ্য কথা কয়জন অবগত আছেন? মহৎ চরিত্রের কথা চতু-র্দ্দিকে কীর্ত্তিত হইলেও, কে কাহার সংসারের সংবাদ

রাখেন। উদাহরণ সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইলে বহু-প্রচারিত উৎকৃষ্ট পারিবারিক গ্রন্থই প্রধান অবলম্ব স্থল। কিন্তু হায়! সে গ্রন্থ বড়ই বিরল। ভ্রম প্রমাদে প্রেমের বিনাশ সাধনের কথা প্রমাণের জন্য সভ্য জগতের সকল দেশের সকল ভাষায় অসংখ্য পুস্তক আছে, কিন্তু পবিত্র সংসার আশ্রমের চিত্র আমাদের ভাষায় ভিন্ন আর কোথা আছে? বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহাও অতি অল্প। এখানে আমাদের ভাষা বলিতে আমি বাঙ্গলা ভাষার কথাই উল্লেখ করিয়াছি।সংস্কৃত সাহিত্যে গার্হস্থ উপন্যাস বোধ হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে তারকবাবুকেই পারিবারিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর সংসারের নিখুঁৎ চিত্র বোধ হয় তিনিই প্রথম চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সমূহে সে ছবি নাই, কেবল প্রণয়, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি মানবহৃদয়ের উচ্চ বৃত্তি সকলের বিকাশ ও স্ফুরণে সে সকল গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ। তারকবাবুর পর সতীশ বাবু, যোগেন বাবু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মাও গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। আমরাও এস্থলে উহাদের সাহায্য গ্রহণ করিব।

তারক বাবুর গ্রন্থাবলীর কথা বলিতে হইলে প্রথমে

'স্বর্ণলতার' উল্লেখ করিতে হয়। আদর্শ চরিত্রা চির-দুঃখিনী সরলার শোচনীয় মৃত্যু ও তদীয় স্বামী বিধুভূষ-ণের দুঃখের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদার হিংসাজনিত শত্রুতা ভিন্ন আর কি দেখিতে পাওয়া যায়? প্রমদার হৃদয়ে সরলা ও বিধুভূষণের প্রতি দ্বেষ হিংসা বহু পূর্ব্বেই আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সেই নিকৃষ্টতম মনোবৃত্তিগুলি যত দিন পর্য্যন্ত না শশি-ভূষণেকে উত্তেজিত করিতে পারিয়াছিল, তত দিন কোন কার্য্যই হয় নাই। শশিভূষণের পোষকতা ব্যতিরেকে প্রমদার কোন ষড়যন্ত্রই কার্য্যকারী হইতে পারে নাই। কিন্তু শশিভূষণের মানসিক পরিবর্ত্তন, তাঁহার সে ভাব আসিল কোথা হইতে? প্রমদার ন্যায় চরিত্রা রমণীর পক্ষে জা-দ্বেষ কতকটা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রাণের সহো-দর বিধুর প্রতি অগ্রজ শশিভূষণের বিরাগ ও ঘৃণা জন্মিল কিরূপে? এক হইতে পারে, বিধু বা তাহার স্ত্রীর প্রতি ক্রোধের বা হিংসার প্রকৃত কারণ আছে, তাঁহারা হয়ত বস্তুতই গুরুতর অপরাধে অপরাধী। কিন্তু যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ উঁহারা নির্দ্দোষ হন, তাহা হইলে শশিভূষণের ভ্রান্তি ভিন্ন আর কি বলিতে পারাযায়? অবস্থানুসারে তাঁহার মনে এই ভ্রমের সঞ্চার হওয়া

অনিবার্য্য হইলেও ইহাকে ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই পাঠক সরলার সরল ও প্রমদার কুটিল চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত পরিচ্ছেদেই গ্রন্থকার সরলা ও বিধুভূষণের দুঃখ তরুর বীজ রোপণ করিয়াছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঐ বীজ হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্কুরোদ্গম পাঠকের নয়ন পথে পতিত হয়। বিধুর প্রতি প্রথমে শশীর স্নেহের যে অভাব ছিলনা তাহা এই স্থানেই তাঁহার পত্নীর সহিত কথোপকথন হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ক্রূরমতি প্রমদার এই কথোপকথনেই তাঁহার মনে ভ্রান্তিবিষ প্রথম প্রবিষ্ট হয়। প্রমদা যখন স্বামীকে বিধুভূষণের—চন্দ্রহারের পরিবর্ত্তে অসমাপ্ত বৈঠকখানাটি সম্পূর্ণ করিবার অকপট প্রস্তাবনা, নিতান্ত স্বার্থপরতা মূলক—বুঝাইয়া দিলেন; তখন শশিভূষণ তাহা 'ইষ্ট-মন্ত্রের ন্যায় সত্য জ্ঞান করিলেন।' এই স্থানেই ভ্রান্তির সূত্রপাত; এখন হইতে কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ মমতার হ্রাস হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ক্রোধ হিংসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রমদা সরলা ও বিধুর নামে যে অযথা ইতরোচিত দোষারোপ করিতে লাগিলেন, শশী তাহা নিঃসন্দেহ-চিত্তে বিশ্বাস

করিলেন। এইবার শশী বিধুকে পৃথক করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সময় বিধু সরলার নিকট জ্যেষ্ঠ সহোদরের পৃথক করিয়া দেওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া বিমর্ষ বা দুঃখের পরিবর্ত্তে নিতান্ত সরল ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—"এর জন্য আর ভয় কি? দাদা বাড়ী এলেই সব চুকে যাবে। বোধ হয় তিনি সমুদয় শুন্‌তে পান নাই। শুন্‌তে পেলে তিনি এমন কাজ কখনই করিতেন না। এর জন্য আর ভাবনা কি?" ইহা হইতেই কি বিধুভূষণের অন্তরের আভ্যন্তরীণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। কিন্তু ইহাতে হয় কি; ভ্রান্তির নিকট সরলতার স্থান কোথায়? সাক্ষাৎ কালে যখন শশিভূষণকে বিধু সকল কথা যাহা সত্য বলিলেন, তখন অগ্রজের নিকট তাহার সমুদয়ই মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইল। তিনি একজন সামান্য প্রতিবেশিনীর কথা সত্য ভাবিয়া লইলেন, অথচ নিজ মাতৃগর্ভজাত সহোদরের একটি বাক্যও যে সত্য হইতে পারে, এরূপ মনে করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তির প্রভাব মনুষ্যচরিত্রে এতই অধিক।

গ্রন্থের অন্যান্য স্থলে শশিভূষণের প্রমাদ জনিত বিধুর নির্য্যাতনের ও দুঃখের যে সকল বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই দুঃখের সীমা কতদুর তাহা 'স্বর্ণলতার'

পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় পবিত্রান্তঃকরণা সরলার শোচনীয় মৃত্যু বা বিধুভূষণের দুঃখই যে শশিভূষণের ভ্রান্তির পরিণাম তাহা নহে। তাঁহাকে শেষে যে ফলভোগ করিতে হইয়াছিল তাহাও ভয়ানক। যে স্ত্রীর কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া প্রাণের সহোদর বিধু ও কমলা সরলাকে এত যন্ত্রণা দিয়াছেন, যাহার কথা বেদবাক্য সম বলিয়া এক সময় মনে হইত, সেই মানববেশী দানবী স্ত্রীর নিকট হইতে নিজের অর্থের জন্য নিতান্ত শরণাগত জনের ন্যায় তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিয়া শশী কি পাইলেন? অর্থের পরিবর্ত্তে নারকীয় উপেক্ষা ও ঘৃণা মাত্র। শশীর এতাদৃশ শোচনীয় পরিণামের ও তাঁহার সংসার ছারে খারে যাইবার কারণ যে তাহার নিজের দোষ নিজের ভ্রম তাহা তিনিও শেষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং আপন মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন।

শশিভূষণের ন্যায়, বঙ্গীয় পরিবারের কত লোকের প্রমাদে যে কত শান্তিময় সোণার সংসার একেবারে মহাশশ্মানে পরিণত হইতেছে তাহার নির্ণয় করা দুরূহ। এই প্রকার কুমন্ত্রণায় ভুলিয়াই অনেকের অধঃপতন সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহারা হয়ত একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও

আপনার ভ্রান্তির কথা মনেও করেন না। যদি কখনও সন্দেহ হয়, মন্ত্রণাদাতার কথা অলীক হইতে পারে, এরূপ মনে আনিবার পূর্ব্বে বিনাকারণেই আপন সন্দেহ, সন্দেহ মাত্র স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হন এবং প্রমাদ জনিত উত্তেজনায় যে কোন অসৎকার্য্য-পাপ কার্য্য অবাধে সম্পাদিত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। ফলের ভাবনা তখন আদৌ মনোমধ্যে উদয় হয় না।

ভ্রান্ত শশিভূষণ বিনাপরাধে সহোদর ভ্রাতাকে পথের ভিখারী করিলেন, ভ্রাতৃজায়াকে অনাহারে মারিলেন; তৎপরে আপনিও পাপের ফল যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিলেন। ইহাপেক্ষা গুরুতর অপরাধও ভ্রান্ত মানবের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পারিবারিক উপন্যাস 'বড়ভাই'য়ে নবকুমার মায়াবিনী স্ত্রীর কথায় আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রাণের পুত্রের যে মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ হইয়াছিলেন তাহা অধিকতর ভয়ানক। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে আপনারই ভ্রমের ফলে নবকুমার শেষাবস্থায় যে অমানুষিক যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণ হারাইলেন, তাহা শশিভূষণের তুলনায় অধিকতর ভয়ানক, বুঝি সে কষ্টের তুলনা নাই। পিশাচী শৈলজার মোহে অন্ধ হইয়া নব-

কুমার এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন, যে তিনি বন্ধুর ভাল-বাসা, আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি, গুরুজনের স্নেহ এক-কালে সকলই অবহেলায় হারাইয়াছিলেন। সংসারের শুভানুধ্যায়ী পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ রামরতন ঘোষকে তিনি বিনাপরাধে বিদায় করিয়াছিলেন। স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্রের ষড়যন্ত্রে ভুলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্রকে পুলিশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবারও কোন চেষ্টা করিলেন না। তখন পর্য্যন্তও নবকুমারের মস্তিস্ক এতই ভ্রান্তিবিষে জর্জ্জরিত, শৈলজার প্রতি তখনও এত বিশ্বাস যে তাঁহার কপট চাতুরীমাখা কথা শ্রবণ করিয়া আপনাকে তিনি বিশিষ্ট ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছেন এবং মনে মনে স্বীয় পত্নীকে কোন শাপভ্রষ্টা দেবী ভাবিতেছেন। 'বিজয় বসন্তের' উপাখ্যানে দেখা যায়, রাজা জয়সেন এই একই অবস্থায় পতিত হইয়া তনয়দ্বয়কে বিনাশ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। 'পূর্ণচন্দ্রের' কবি নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্রও উক্ত নাটকে শালিবান রাজার চরিত্রে এই প্রকার প্রমাদের দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিয়াছেন!

'পূর্ণচন্দ্র' ও 'বিজয় বসন্ত' নাটকে রাজা রাজরার কাণ্ড বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং তাহাতে প্রাণনাশের ব্যবস্থা, নচেৎ উক্ত দুইখানি নাটকের আখ্যান বস্তুর

সারাংশের সহিত প্রথমোল্লিখিত গ্রন্থের আখ্যান বস্তুর সহিত বড় অবিধিক প্রভেদ নাই।

যে কয়েকটি উদাহরণ উপরে দেখান হইল, তাহার সকল গুলিতেই দেখা যায়, যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের ফলে অপরের মনে ভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। এই শ্রেণীর ভ্রান্তি ও তাহার বিষময় পরিণামের দৃষ্টান্ত আরও অন্যান্য পারিবারিক নাটক উপন্যাস হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এক্ষণে তাহার আর প্রয়োজন নাই। অনেক সময় সংসারে একজনের ভূল হইতে অনেক অনিষ্ট অপকর্ম্ম সংসাধিত হইয়া থাকে, উহার অন্তর্গত ব্যক্তি সমূহের চক্ষে তখন সংসার ভীষণ কারাগারসম বোধ হয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য সাধারণের পরিচিত এরূপ উদাহরণ দেখাইয়া বাস্তব বিষয় বুঝান আবশ্যক, নচেৎ ঈদৃশ পরিচিত দৃষ্টান্ত অধুনা বড় বিরল নহে। বোধ হয় এ দেশে এমন ক্ষুদ্রপল্লী একটি নাই যথায় সামান্য ভুল কর্ত্তৃক একটি সাংসারিক বিপর্য্যয় না ঘটিয়াছে।

পরের উত্তেজনা অধিকাংশ স্থলে মানুষকে প্রমাদাক্রান্ত করিতে অনুকূল আচরণ করিলেও, অনেক সময় লোকে নিজের দেখিবার, শুনিবার বা বুঝিবার ভুলে আপনাকে ক্রমশঃ প্রমাদগ্রস্ত করিয়া ফেলেন। এই ভ্রান্তি স্বভাবজ।

পিতা দেখিলেন বা শুনিলেন পুত্র রাত্রিকালে কোন অপবিত্র পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতেছে, অথবা কোন শৌণ্ডিকালয় হইতে বহির্গত হইতেছে। স্বামী রাত্রিকালে গৃহে প্রবেশকালে দেখিলেন, পত্নীর শয়ন কক্ষের পার্শ্ব হইতে অপর পুরুষ চলিয়া গেল। প্রভু দেখিলেন বা শুনিলেন ভৃত্য চাবির তাড়া হস্তে একাকী টাকার বাক্সের নিকট ঘুরিতেছে—তৎক্ষণাৎ পিতা, স্বামী ও প্রভু কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া একেবারে পুত্র, স্ত্রী ও ভৃত্যের চরিত্রে প্রতিকূল ভাব গ্রহণ করিলেন। উক্ত সিদ্ধান্ত তখন স্বভাব-সিদ্ধ একথা স্বীকার করি, তথাপি তাহাই যে ধ্রুব, তাহা ভিন্ন অন্য একটিও কারণ যে আদৌ থাকিতে পারে না, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব! পুত্রের বেশ্যালয় গমন বা শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যপান, পত্নীর ব্যভিচার দোষ এবং ভৃত্যের চৌর্য্য দোষ এই কয়েকটি কারণ অন্য পাঁচটির মধ্যে এক একটি মাত্র। কিন্তু ঘটনাচক্রে সকল গুলি অপসারিত হইয়া কেবল মাত্রে একটিই প্রবল হইয়া থাকে ইহাই বিশ্বের নিয়ম। এরূপ স্থলে দ্রষ্টা বা শ্রোতার মিথ্যা ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার পক্ষে আর একটি প্রধান কারণ হয় এই, যে সাধারণতঃ এই ধারণার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভ্রমোপনোদনার্থে

সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়, অপরাধি-সন্দিগ্ধ ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে সন্দেহকারীর ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলা বা উপযুক্ত প্রমাণ দেখান। কিন্তু ইহা কদাচিৎ দেখা যায়। সন্দিগ্ধ ব্যক্তি সুযোগ অভাবেই হউক বা অনিচ্ছাবশতই হউক ভ্রমস্খালনার্থে প্রায় কোন বিশেষ চেষ্টা করেন না। পিতা, স্বামী ও প্রভুর ন্যায় পূজ্যজনের সমক্ষে, পুত্র, স্ত্রী এবং ভৃত্যের সহসা কোন কথা বলিতে সাহস হয় না। সুতরাং সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আপন দোষ স্খালনের জন্য কোন রূপ চেষ্টিত না দেখায় দ্রষ্টা বা শ্রোতার অন্তর্নিহিত মিথ্যা বিশ্বাস দিনে দিনে দৃঢ়মূল হইতে থাকে এবং ক্রমে এক বিজাতীয় ঘৃণা ও বিরাগ জন্মিয়া থাকে। আবার এমতও দেখিতে পাওয়া যায় যে মিথ্যা সন্দিগ্ধ ব্যক্তি অনেক সময়, আপন চরিত্রে কেহ কোন সন্দেহ করিয়াছেন তাহা জানিতেও পারেন না। এস্থলেও তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সন্দেহকারীর বিরাগ ও ঘৃণার পাত্র হইতে থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকল প্রকার ভুলের উদাহরণ দিতে পারি এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গলায় অতি অল্প, অন্তত লেখকের ধারণা এইরূপ। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে নানাবিধ ক্ষুদ্র কারণে মানবের মনে ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু সকল কারণ গুলি আমরা

সব সময় নির্ণয় করিতে পারি না। এমন বহু সংসার দেখিতে পাওয়া যায়,যথায় প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ, নিঃস্বার্থ-পর ও নিরাপরাধী, সাধু ব্যক্তি তাঁহার ভ্রাতা বা অপরাপর আত্মীয়বর্গের চক্ষে পরম স্বার্থপর অসাধু বলিয়া বিবেচিত। কি কারণে তাঁহাদের মনে এই প্রমাদ জন্মে তাহা আমরা সকল সময় নিরাকরণ করিতে না পারিলেও, তাঁহার যে কোন একটি কারণ আছে ইহা নিশ্চয়। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতিতে অভিভূত হইলে মানবের মনে বিকার জন্মিতে পারে, কিন্তু সেই বিকার যে ভ্রমাত্মক নহে, তাহা কে বলিবে।

যশোরাধিপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার দেবতা-সদৃশ পরম হিতৈষী খুল্লতাত বসন্ত রায়কে স্বহস্তে নিধন করেন। ইহা প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে গুরুতর অপরাধ, এক মাত্র ভ্রান্তি। তিনি ঘটনাশেষে তাহা অবিলম্বেই বুঝিয়াছিলেন। ইহা একটী ভয়ানক ভ্রান্তির

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মেজ বৌ" নামক পুস্তকে দেখিতে পাই গৃহিণী ঠাকুরাণী মধ্যমা পুত্র বধুর প্রতি বিরূপা, তাঁহার অকপট কার্য্য ও বাক্যাবলী গৃহিণীর নিকট দোষাবহ। কিন্তু উক্ত মধ্যমা বধুর চরিত্র

অতি মনোহর। তারক বাবুর 'অদৃষ্ট' নামক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, যদুনাথের চরিত্র জয়গোপাল অপেক্ষা কত মহৎ। দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বভাবের চক্ষে যদুনাথ জয়গোপালের তুলনায় সকল প্রকারে হেয়। রবীন্দ্র বাবুর 'চোখের বালির' প্রারম্ভেই দেখা যায়, মহেন্দ্রনাথের মাতা রাজলক্ষ্মী নির্দ্দোষ অন্নপূর্ণার প্রতি কথায় ও কার্য্যে দোষ দেখিয়াছেন 'মেজ বৌ' এ গৃহিণী 'অদৃষ্টে' পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ও 'চোখের বালি'তে রাজলক্ষ্মীর এই ভ্রান্তির কারণ স্থির করা যায় না। কতলোকের এই প্রকার অর্থ শূন্য ভ্রম হইতে সংসারের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহার সীমা নাই।

বঙ্কিম বাবুর 'দেবী চৌধুরাণীর' ভিত্তি হরবল্লভের ভ্রান্তি। হরবল্লভের মনে প্রফুল্লের মাতার চরিত্রে মন্দ বিশ্বাস না হইলে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের সৃষ্টি হইত না। এই মন্দ বিশ্বাসই ভ্রান্তি, প্রফুল্লের মাতার চরিত্র যে কলুষিত ছিল না, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। আমাদের বিবেচনায় হরবল্লভের এই ভ্রান্তিতে প্রফুল্লের অনিষ্টের পরিবর্ত্তে ইষ্ট সাধিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা, নরনারীর আদর্শ হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি

ডন্‌পেড্রোর চক্রান্তে বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের ঘৃণার পরিবর্ত্তে আন্তরিক ভালবাসা জন্মিয়াছিল *। কিন্তু হায়! এই প্রকার উদাহরণ কয়টি দেখা যায়। সামন্য ভুল হইতে শত শত অসুখ অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে, ইহাই জগতের নিত্য দৃশ্য বস্তু।

---

* সেক্সপিয়র—Much a do about nothing.

তৃতীয় প্রবন্ধ।

—(:০:)—

বৃথাই আমার লেখনী ধারণ, বৃথাই আমার এ কালক্ষেপণ। ক্ষমতা অল্প, সাধ অপরিমেয়। যে সর্ব্বা-নর্থকারী ভ্রান্তির কথা বলিবার জন্য আমার প্রয়াস, তাহা মৎসদৃশ ক্ষমতাহীনের সাধ্যায়ত্ত কার্য্য নহে। পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই, ভাবি নাই। চতুর্দ্দিকে ভ্রান্তির কার্য্যকলাপ দর্শনে, ভ্রান্তির দংশন জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মনের আবেগে সেই জ্বালার কথা সকলকে জানাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, অনেক আড়ম্বরের সহিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু হায়, সে ক্ষমতা কোথায়। এখন দেখিতেছি কিছুই বলা হয় নাই, কিছুই বুঝাইতে পারি নাই, অনর্থক এ কয় পৃষ্ঠা লিখিলাম। আমার চেষ্টা ব্যার্থ, পরিশ্রম ব্যার্থ, লিখিয়া তৃপ্তি নাই। বড় সাধ সেই বিশ্বব্যাপি ভয়ানক মূর্ত্তি ভ্রান্তি কিরূপে মানবকে প্রতি নিয়ত গ্রাস করিবার জন্য

মুখব্যাদন করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে তাহা একবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পাঠকবর্গকে দেখাই। মানুষের উপর ভ্রান্তির প্রভাব ও আধিপত্য কতটা। ভ্রান্তিপূর্ণ মনের প্রকৃতি কিরূপ ও প্রমাদ শূন্যের শান্তি সুখ পূর্ণ চিত্তের স্বরূপ সবিস্তার বর্ণনা করিবার বড় অভিলাষ, কিন্তু হায় সে শক্তি কোথায়! এ রাক্ষসীর মূর্ত্তি, এ সর্ব্বগ্রাসী দানবীর অতি নির্ম্মম কার্য্যাবলী যদি আজি পাঠকের চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতাম। যদি একটীও প্রমাদ-গ্রস্তের অন্তরে তাহার ব্যাধির কথা জাগরূক করিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাহা তাঁহার নিকট সঞ্জীবনী সুধার কার্য্য করিত। তখন বুঝিতাম এ অকৃতী অধমের লেখনী ধারণ সার্থক।

ভক্তি, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতির উপর ভ্রান্তির আধিপত্য ও প্রভাব এবং তদ্দ্বারা মানুষের হৃদয়ে ঘোর অবনতি ও অশান্তির সৃষ্টি কিরূপে শঃনৈ শঃনৈ সাধিত হয় তাহা প্রথম প্রবন্ধে এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধে কিরূপে জগতের আদর্শ, অন্যত্র দুর্ল্লভ আমাদের বাঙ্গালীর সংসার, হিন্দুর সংসার, অধঃপতনের নিম্নস্তরে, শ্মশানে পরিণত হয়, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। কিন্তু, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে ভ্রান্তির যে প্রবল আধিপত্য

বিরাজমান তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা আদৌ নাই। অন্ত-রের পরিতৃপ্তি না হইলেও, উদাহরণের সহায়তায় পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের পরিপুষ্টতা সাধন করিতে পারা গিয়াছিল, কিন্তু আর তাহা হইবার উপায় নাই।

একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় আমাদের যাহা কিছু অবনতি, ক্লেশ, অশান্তি তাহার অধিকাংশের মূলে প্রায় কোন না কোন ভুল আছে। কার্য্যকলাপ দেখিয়া অপরের উপর বিরাগ বা সন্তোষ প্রকাশ করা ইহা প্রায় অধিকাংশ মানবের স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু এই বিরাগের পরিণাম যে কত সময় কত ভয়ানক হইয়া উঠে তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

কার্য্য দেখিয়াই কার্য্যকারীর বাসনা, অভিলাষ নির্ণয় করা কি আমাদের একটা বিশিষ্ট ভ্রম নহে? কে কি বলিল, কে কি করিল, কে কাহাকে দণ্ড দিল কেবল মাত্র তাহা দেখিয়া বা শুনিয়া, কেন বলিল, কেন করিল বা কেন দণ্ড দিল তাহার কথা চিন্তা মাত্র না করিয়া কর্ম্মকর্ত্তার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একটা বিষম প্রমাদ, অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কিন্তু হায়, এই অপরাধে অপরাধী নহে এ প্রকার বিবেচক ব্যক্তির

সংখ্যা কয়জন? অনেকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া অনেক মন্দ কার্য্য করিয়া থাকেন এবং অনেকের দ্বারা ঘটনাচক্রে আপনা আপনি হইয়া পড়ে এরূপ দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে। এই সকল অপকার্য্যের জন্য তাঁহারা যথেষ্ট অনুতাপিত। কঠোরকর্ত্তব্যানুরোধে বা নিজ দুষ্কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা অনুতাপানলে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যাতনায় অস্থির হইতেছে এই রূপ লোক ও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সে অন্তর্যাতনা ও অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ের প্রতিবিম্ব কুত্রাপি অন্যের অন্তরে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

আমাদের একটা চলিত কথা আছে,—"যাহার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর" এই প্রবচনটীর মধ্যে কি কোন সত্য নাই? ইহা কি একটা কথা মাত্র? না, তাহা নহে। ইহার মধ্যে পূর্ণ সত্য বিরাজমান। কোন পিতৃভক্ত যুবক তাহার পরম আরাধ্য পিতৃদেবের পরিতোষের জন্য, তাঁহার সন্তোষ ও সুখোৎপাদনের নিমিত্ত। কোন বন্ধুবৎসল তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধুর মঙ্গলার্থ। বা কোন ভক্তিপরায়ণা সাধ্বী রমণী তাঁহার স্বামী দেবতার সর্ব্ববিধ সুখ-সন্তোষ সাধনার্থ, নিজ নিজ স্বাস্থ্য, সুখ ও সাচ্ছন্দতাকে দূরে রাখিয়া, অশেষ লাঞ্ছনা অবহেলার প্রতি

ভ্রুক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও সুখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, নিশি দিন তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে রত রহিয়াছেন, কিন্তু হয়ত গ্রহ বৈগুণ্যে তাহাদের চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া অনির্ব্বচনীয় যাতনায় তাহাদের হৃদয় মথিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি যাহার সুখের জন্য তাহারা এতাদৃশ যত্নবান, তাঁহারা তাহা একবার ভাবিয়া দেখা দূরে থাকুক, তাঁহারা সর্ব্বদা ঘৃণা, অবহেলা ও নির্য্যাতনে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন।

পিতার ধারণা পুত্র তাঁহার সুখ শান্তির জন্য আদৌ চেষ্টিত নয়। বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন বন্ধু তাহার অকপট সুহৃদের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ। আর স্বামী দেখেন তাঁহার পত্নী তাঁহার সুখ সম্ভোগে নিশ্চেষ্ট। এরূপ দৃষ্টান্ত কল্পনা প্রসূত নহে, রঞ্জিতও নহে। লক্ষ্য করিলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বিবেকহীন প্রভু তাঁহার বিশ্বস্ত ও প্রকৃত হিতৈষী কর্ম্মচারী বা ভৃত্যের প্রতি বিমুখ, ইহাও অনেক দেখা যায়। এই সকল কি ভুল নহে?

প্রবলের ভুলে দুর্ব্বলের কি যাতনা হইতে পারে, তাহা কয়জন ভাবিতেছেন? প্রাণপাত করিয়া যাহার সুখভোগের জন্য চেষ্টা করা যায়। যাহাকে সুখী করিতে

পারিলে চিত্ত বিপুল আনন্দে পরিপূরিত হয়। যাহাকে সুখী দেখিলেই আপনার অসীম শান্তি, অন্য প্রতিদানের কোন আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যাহার সন্তোষোৎপাদনই অন্তরের সর্ব্বপ্রধান কামনা, জীবনের একমাত্র লক্ষ। সেই আরাধ্য জনের নিকট হইতে প্রতিদানে যদি তাঁহার আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ, ঘৃণা, অবহেলা ও লাঞ্ছনা লাভ করা যায় তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা আর ক্লেশকর কি হইতে পারে! কর্ম্মে সফলতা লাভ করা নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন নহে। সুতরাং কার্য্যফল দেখিয়া সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে" উপনীত হওয়া বিবেচকের কার্য্য নহে। কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছা, চেষ্টা ও সর্ব্বপ্রধান মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বিচার করাই কর্ত্তব্য। কারণ বাসনা থাকিলে, অক্ষম না হইলে বা অবস্থা কোন প্রতিবন্ধক আনয়ন না করিলে কার্য্যফল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলে চেষ্টা হয় না এবং সক্ষমতা স্বত্ত্বেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। যেরূপ ভুলের বিষয় এস্থলে উল্লিখিত হইল, তাহাতে অপ্রত্যক্ষ যে কত সোণার সংসার, সুখৈশ্বর্য্যের লীলাস্থান ক্রমে অসীম অসুখ ও অশান্তিতে পরিণত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে!

অনেক সময় এক পক্ষ এই ভ্রান্তি সর্ব্বদা বুঝিতে

পারিয়াও কিছুই করিতে পারে না। নানাবিধ কারণে কিছুতেই তাহাদের হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে সক্ষম হয় না। তৎপরিবর্ত্তে নিজের দুরদৃষ্ট মনে করিয়া দুঃসহ যাতনায় জীবনপাত করে। অধীন ও দুর্ব্বলের অদৃষ্টেই এই বিড়ম্বনা ঘটিতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও স্বাধীন ও সবলের ভ্রান্তির পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ আরও কত ভ্রম প্রমাদ আছে তাহার সম্যক বর্ণনা লেখকের সাধ্যাতীত। এক্ষণে আর একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। "আমরা হিন্দু বাঙ্গালী, জগতের চক্ষে একটী অধঃপতিত পরাধীন জাতি। এক্ষণে এই জাতির স্থান অনেক নিয়ে। অধুনা যে সকল সভ্যতাভিমানী জাতি প্রাচীন কালে অতি বর্ব্বর বলিয়া পরিচিত ছিল। যে সময় বৃক্ষের ত্বক ও পশুচর্ম্ম তাহাদের পরিধেয়, গিরিগুহা ও গহন কানন তাহাদের বাসভূমি, দগ্ধ বন্যপশু-মাংস ও বন্য ফল তাহাদের আহারীয়, প্রস্তর নির্ম্মিত ফলক তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল। সেই সময়ের সভ্য হিন্দুজাতি আজি তাহাদের চক্ষে হেয় ও ঘৃণ্য। যে ভারতের পণ্য সম্ভার, ভারতের শিল্প, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আদরের সহিত গৃহীত হইত। যে ভারতের

সৌখীন শিল্পসমূহ বড় অধিক দিনের কথা নহে এক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেও সুদূর ইংলণ্ড ও ফরাসি দেশের বিলাসি নর-নারীর নিকট পরম লোভনীয় সামগ্রী বলিয়া পরিচিত ছিল। যে স্থানের ঐশ্বর্য্য জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিত। সেই ভারতের স্থান আজ কত নিম্নে। চিরদিন কাহারও অদৃষ্ট সমান যায় না, সুতরাং ভারতের অদৃষ্টেই বা সে নিয়মের লঙ্ঘন হইবে কেন। কিন্তু এই অধঃপতনের মূলে যতই কারণ বিদ্যমান থাক, এই দীন লেখকের মনের বিশ্বাস হতভাগ্য ভারতবাসীর ভুল একটি অন্যতম কারণ।

আমরা বলহীন, বীর্য্যহীন, সামর্থহীন, বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন বলিয়া খ্যাত। কিন্তু চিরদিনই কি আমরা এই প্রকার ছিলাম? তাহা ছিলাম না। আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবল এক দিন সকলই ছিল। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। এ সকল যোগ্যতা আমরা আমাদের ভ্রান্তি বশতই ক্রমে ক্রমে হারাইয়াছি ও হারাইতেছি। কিন্তু এখনও নিঃস্ব হই নাই, আমাদের যোগ্যতা একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। সকলই প্রচ্ছন্নাবস্থায় আছে, সময় ও সুযোগ পাইলেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহার উদাহরণ আমাদের জগদীশ-

চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র প্রভৃতি। আমরা অযোগ্য এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই আমাদের অবনতির এক অন্যতম প্রধান কারণ।

বিদেশীয়ের চক্ষে আমরা অযোগ্য; তাহারা আমাদিগকে অযোগ্য বলিয়াছে, সেই জন্যই আমরা অযোগ্য। তাহাদের প্রদত্ত এই মন্ত্রে আমরা ইষ্ট-মন্ত্রের বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিখিয়াই আমরা অযোগ্য হইয়াছি। নচেৎ প্রকৃত তাহা নহে। আমাদের চেষ্টা নাই, সুযোগ নাই, ক্ষেত্র নাই, তাই আমরা অযোগ্য। যদি চেষ্টা থাকে, ক্ষেত্র ও সুযোগের অভাব ক্রমে তিরোহিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা অক্ষম অযোগ্য এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াই, এই ভ্রান্ত ধারণাতেই আমাদের চেষ্টার লোপ পাইতেছিল ও তদ্দ্বারা সর্ব্বনাশ হইতেছিল। সুখের বিষয় পরম করুণাময় পরমেশ্বরের স্নেহময় করস্পর্শে এক্ষণে আমাদের সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, সে ভ্রান্ত ধারণা নিশাবসানে আঁধারের ন্যায় হৃদয় হইতে ক্রমে ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতেছে।

একটী ভ্রান্তির কথা বুঝিতে পারিয়া একটী এত বড় প্রাচীন জাতির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যদি প্রত্যেক মানব নিজ নিজ ভ্রান্তি বুঝিতে সমর্থ হয়,

তাহা হইলে, অচিরে এই জরা, শোক, তাপময় জগতের এক নূতন অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া জগৎবাসী এক বিমল আনন্দে ভাসিতে থাকে।

সমাপ্ত।

লেখক প্রণীত অন্যান্য পুস্তক,

অভিশাপ।

একখানি সুবৃহৎ গার্হস্থ্য উপন্যাস। এই গ্রন্থের ভাব, ভাষা, গল্পাংশ, চরিত্র চিত্রণ, কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতির পরিচয় দিবার জন্য বহু সংবাদ পত্রের অভিমত হইতে নিম্নে কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

হিতবাদী,—"*** আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমরা যে সকল সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করি, প্রধানতঃ আমাদের ভ্রমসঙ্কুল কার্য্যই তাহার কারণ, গ্রন্থকার উপন্যাসে তাহাই দেখাইয়াছেন। * * *" ৩০ মাঘ, ১৩১৫ সাল।

THE INDIAN MIRROR,—"The story well deserves to be preserved in a permanent form. The world which the writer has created is peopled by human beings with all the good points and frailties that are usually met with in the work-a-day world. Yet the concep-

tion is not devoid of poetry. The introduction is calculated to whet the curiosity of the reader to the learning point, for it gives a glimpse of the "curse" which is to work itself out in the course of the text. * * * The book is written with considerable power and with a knowledge of the details of Hindu domestic life, such as is rarely possessed by one outside the walls of zenana. We hope to greet the author again in the sphere in which he has made such a creditable appearence." 19 February 1909.

চারুমিহির,—" * * * অভিশাপ পাঠ যোগ্য বটে। হরিহর বাবুর লিখিবার শক্তি আছে। * * * " ২৯ আষাঢ়, ১৩১৬ সাল।

বঙ্গবন্ধু,—"* * * পুস্তক খানি মোটের উপর বেশ হইয়াছে। গ্রন্থকারের বাঙ্গলা ভাষার উপর বেশ অধিকার আছে। তাঁহার এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষার ও ভাবের ঐশ্বর্য্য ও কমনীয়তা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। * * * এই পুস্তকের সত্যেন্দ্র, সতীশ, হিরন্ময়ী ও অমরনাথের চরিত্র ভালই হইয়াছে। * * *" ১৫ শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল।

বীরভূম বার্ত্তা,—"* * * আমরা অভিশাপ পাঠ করিয়া বেশ সুখী হইয়াছি। হরিহর বাবু প্রাঞ্জল ভাষায় উপন্যাসের যে কয়েকজন যুবক যুবতীর চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেন আমাদের নিকট ঠিক সত্য সত্য বলিয়াই অনুমিত হইল। যাঁহারা বাজে উপন্যাস পড়িয়া সময় নষ্ট করেন আমরা তাহাদিগকে তৎপরিবর্ত্তে অভিশাপ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই উপন্যাসে যুবকগণের অনেক বিষয় শিক্ষালাভ হইবে আশা করা যায়। ইহার ছাপা ও কাগজ উঁৎকৃষ্ট, বান্ধা ও অত্যন্ত সুন্দর।" ১৫ শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল।

বরিশাল হিতৈষী,—"* * * হিরণ্ময়ীর চিত্র হইয়াছে। * * *" ২৬ জুলাই; ১৯০৯।

চুচুড়া বর্ত্তাবহ,—"* * * উপন্যাস লেখক স্বার্থ ত্যাগ যে প্রেমের ভিত্তি, তাহাই প্রকৃত প্রেম, মালতীকে দিয়া তাহা বিষদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। হিমণ্ময়ীর পতিপ্রেম ও সতীশচন্দ্রের প্রতিহিংসা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। লেখক মহাশয়ের চিত্র অঙ্কনেও বেশ ক্ষমতা আছে। * * *" ২ ফাল্গুন, ১৩১৫ সাল।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ,—"* * * একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। * * অভিশাপের ছাপা ও বাঁধা ভাল,

দেখিলেই হাতে লইতে ইচ্ছা হয় এবং পড়িতে আরম্ভ করিলে আর শীঘ্র ছাড়িতে পারা যায় না। আমরা অভিশাপের শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের বাঙ্গালা লিখিবার বেশ ক্ষমতা আছে।" ৭ আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।

হাওড়া হিতৈষী,—"* * * অমরের চরিত্রটী বেশ সুন্দর হইয়াছে। * * নায়িকাগণের মধ্যে হিরণ্ময়ীর জীবন-কুসুমে কোন প্রকার কুবাসনারূপ দুষ্ট কীট প্রবেশ করিতে পারে নাই। হিরণ জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত নিজ কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী করে নাই। * * *" ৯ই আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।

বর্দ্ধমান সঞ্জিবনী,—"* * * সত্যেন্দ্র নাথ, মালতী প্রভৃতির চরিত্র সমাবেশ অতি সুন্দর হইয়াছে। স্ত্রী চরিত্রে সন্দিগ্ধচিত্ত সত্যেন্দ্রনাথের পরিণাম চিত্র বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। পুস্তক খানির কাগজ, ও মলাট প্রভৃতি সকলই অতি উত্তম।" ৫ই আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।

মুর্শিদাবাদ হিতৈষী,—"অভিনব কাণ্ড! বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। * * ইহা একখানি নূতন অত্যুৎকৃষ্ট পারিবারিক উপন্যাস। পুস্তক খানির ভাষা

বেশ প্রাঞ্জল ও ভাব হৃদয়গ্রাহী। লেখকের লিখিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে ইহা স্বীকার করা যায়। এই সংসারে মানুষ স্বীয় পাপপূর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত কি না করিতে পারে, ভ্রম বশে চালিত হইলে মানবের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, বিবেক দূরে পলায়ন করে. মন অবিরল সন্দেহে দুলিতে থাকে, ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া ধারণা মনে স্বতঃই উদিত হয়; অধিক পান মত্ত অত্যাচারী মদ্যপায়ীর গভীর নিশীথে অন্ধকারময় গহ্বরের দিকে অগ্রসর হওয়ার ন্যায় সে ক্রমশই তখন জলের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, উপদেশের অমৃতবাণী ও যুক্তির কঠোর কষাঘাতে তখন তাহাকে সুপথে পুনরানয়ন করিতে বৃথা চেষ্টা করে মাত্র। পরন্তু এই পুস্তক খানিতে ঘটনার অত্যধিক বাহ্যিক আড়ম্বর নাই বলিয়াই ইহা অধিকতর মনোরম হইয়াছে। সংসারে যে বিষয় নিত্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় সেই সমস্ত বিষয় গুলিই ইহার প্রকৃত উপাদান।”

“বৃদ্ধ জমিদার শচীকান্ত রায়ের উদারতা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রের প্রতি অপূর্ব্ব পুত্রাধিক বাৎসল্য, স্নেহ ও মমতা, সত্যেন্দ্রের পিতৃব্যের প্রতি দেব তুল্য ভক্তি, অমরের প্রকৃত বন্ধুপ্রেম, আদর্শ স্বার্থত্যাগ ও

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র; পতিব্রতা ও সাধ্বী হিরণ্ময়ীর অসাধারণ পতিভক্তি ও ধর্ম্মে অটুট বিশ্বাস, মালতীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও পরোপকার প্রবৃত্তি; সতীশচন্দ্রের অদম্য লালসা ও স্বীয় পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তান্ত প্রকৃতই উল্লেখ যোগ্য। পুস্তক খানি পাঠ করিলেই অশ্রু সংবরণ করিয়া থাকিতে পারা যায় না। লেখকের উদ্যম সফল হইয়াছে। * * *"
৯ই ভাদ্র, ১৩১৬ সাল।

বাঁকুড়া দর্পণ,—"* * * পুস্তক খানির ভাষা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। এরূপ উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। * * *"

ঢাকা গেজেট,—"* * * আনন্দের বিষয় সমালোচ্য গ্রন্থখানি চরিত্র চিত্রণে; ভাষা সৌন্দর্য্যে, গল্পের চমৎকারিত্বে সত্য সত্যই পাঠক সমাজে গৌরব প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ আসন লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে। লেখক এই ক্ষেত্রে আসল নবিশ কি নকল নবিশ যাহাই হউন, তাঁহার কৃতিত্ব কিন্তু গ্রন্থের প্রতি পত্রে পরিস্ফুট। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া "বিষবৃক্ষ" লিখিয়াছিলেন, হরিহর বাবু ঠিক সেই পবিত্র উদ্দেশ্য লইয়াই "অভিশাপ" প্রচার করিয়াছেন। * * *

আমরা সত্যেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে যেমন প্রাণে প্রাণে ব্যথা পাইতেছি, তেমনি মালতীর অনুসরণ করিতে করিতে যুগপৎ দুঃখ, ক্রোধ, বিষাদ, ভয় ও ভক্তিতে ডুবিয়া যাইতেছি। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর চরিত্রে এবম্বিধ ভবাবলীর একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। লেখক যেখানে যেরূপ বর্ণ বিন্যাসের প্রয়োজন, তদীয় চরিত্রাবলীর চিত্রণে সুদক্ষ চিত্রকরের ন্যায় সেই খানেই সেইরূপ বর্ণের যোজনা করিয়াছেন। অমর, বিনোদ—কাহার চরিত্র না হৃদয়াকর্ষক হইয়াছে? হিরণ্ময়ীর ভাগ্যচক্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া লেখক প্রাণে প্রাণে কত যন্ত্রণাই যে পাইতেছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু বিশ্ববিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে হিরণের অদৃষ্টপটে যাহা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম করে এমন সাধ্য কাহারও নাই! তাই হিরণ রূপে গুণে আদর মমতা স্নেহ ভালবাসায় অতুলনীয় হইয়াও ভাগ্য বিপর্য্যয়ে চিরদুঃখিনী। কেননা দুরন্ত "অভিশাপের" রাজ্যে ধনদৌলত রূপ, গুণ, দয়া, দাক্ষিণ্য—সকলই যে অভিশপ্ত। বাঙ্গালী পাঠক! আজ বড় আশা করিয়া লেখক এই "অভিশাপ" চিত্র তোমার নয়ন সম্মুখে ধরিয়াছেন, ভরসা করি, বালক, যুবক,

বৃদ্ধ স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই এই নিদারুণ "অভিশাপ" হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন। বঙ্গের ঘরে ঘরে আর আশা, ভরসা, উদ্যম, আকাঙ্ক্ষা, শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, বিজ্ঞানের শোচনীয় পরিণাম সঙ্ঘটিত হইবে না। গৃহে গৃহে দেবকুমার, গৃহে গৃহে দেবকুমারীর প্রতিষ্ঠা হইবে। আবার দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর, ধনীর হর্ম্ম্যাবলী, রাজার রাজপ্রাসাদ, স্ত্রী জাতির শুদ্ধান্ত, যুবকের কর্ম্মক্ষেত্র দেবতার শুভাশীর্ব্বাদে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। যদি "অভিশাপ" পাঠে বঙ্গ গৃহে একটি অভিশপ্ত অহল্যাও ভগবচ্চরণ প্রসাদে নবীনতর উজ্জ্বলতর মনোহর জীবন লাভ করিতে সমর্থ হন, লেখক ধন্য হইবেন, আমরাও ধন্য হইব। অলমতি বিস্তরেণ।" ৩০ চৈত্র, ১৩১৫ সাল।

মেদিনী বান্ধব—"* * * উপন্যাস খানির কোন কোন অংশ যেন সত্য ঘটনার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ভাষা সরল সাদাসিদে। কয়েকটী চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। পুস্তকখানির কাগজ ভাল, মুদ্রাঙ্কন সুন্দর ও বান্ধান মনোহর" ২১শে আষাঢ়, ১৩১৬।

ফরিদপুর হিতৈষিণী—"* * * ইহাতে ব্রহ্ম-

শাপের কি অভিশাপের গুরুত্ব, বিষয় বিভবের অসারত্তা, গ্রন্থকার সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ** পবিত্র প্রণয়, কামজ মোহ হইতে কতদূর অন্তর সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ** বাঙ্গালীর হৃদয়ের প্রেম, অর্থে বিনিময় এ অপবাদ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত কেবল বাঙ্গালীর ন্যায় ও সত্য ও সুবিচার, রক্ষা প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের বড়ই কঠিন ব্যাপার। লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াও ক্ষত্রিয়কুল দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ বোধে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাই কেবল অর্থের জয়, ন্যায় সত্য ও সুবিচার বহু দূরে পড়িয়া থাকে গ্রন্থকার ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ** গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম ইহা পড়িবার উপায় ও উপদেশ পাইবার উপায় ও চরিত্র গঠন করিবার অনেক আছে। আশা করি চিন্তাশীল, হৃদয়বান্ পাঠক অভিশাপ পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন।" ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল।

নায়ক, —"*** ইহা একখানি গার্হস্থ উপন্যাস। চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকারের বেশ কৃতিত্ব আছে। ভাষা ভাল এবং রুচি মার্জ্জিত পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপন্যাসটী সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। ***"

২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সাল।

সময়,—"* * * পুস্তকখানির লিখন প্রণালী উত্তম। * * ইহার ছাপা ও কাগজ পরিষ্কার।"

১১ ভাদ্র, ১৩১৬ সাল।

আলোচনা,—"* * * পুস্তক খানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে এরূপ সুন্দর ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে যে পাঠক মাত্রেরই ইহা চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে। গ্রন্থকার সত্যেন্দ্রনাথের ও হিরণ্ময়ীর চরিত্র যেরূপ ধর্ম্মভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না, বাস্তবিক আমরা ইহা পাঠে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। নরাধম সতীশচন্দ্রের পাপাচরণ ও তৎপরে ধর্ম্মের কশাঘাতে পুনরায় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিজ চরিত্র সংশোধন করিতে দেখিয়া গ্রন্থকারের চরিত্র চিত্রণের বিশেষ ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। * * *" কার্ত্তিক, ১৩১৬ সাল।

রত্নাকর,—"* * * মোটের উপর বই খানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।"

১ আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।

স্থানাভাবে সকলগুলি উদ্ধৃত হইল না।

আকার—প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ডিমাই ১২ পেজী। মূল্য—স্বর্ণ খচিত অতি মনোরম ও সুদৃঢ় কাপড়ে বাঁধাই ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা।

সুদৃশ্য কার্ডবোর্ড ও কাপড়ে বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য সম্রাট্ শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই। মহোদয় "অভিশাপ" সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে সম্প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

বান্ধবকুটীর, ঢাকা। ৮ই পৌষ, ১৩১৬।

বহু বিনয় সম্মান-পূর্ব্বক নিবেদনমিদম্—

আপনার সমস্ত পত্রই আমি পাইয়াছি। কিন্তু আমি এতদিন শরীর ও মনে নিতান্ত অসুস্থ ছিলাম বলিয়া পত্র লিখিতে পারি নাই। আমি আমার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনা করিতে না পারিয়া প্রকৃতই একান্ত দুঃখিত হইলাম। কিন্তু, যাহা পড়িয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি "অভিশাপ" অনেকের পক্ষে আশীর্ব্বাদের ন্যায় ফলপ্রদ হইবে। এই গ্রন্থ যে অসংখ্য পাঠকের হৃদয়হারী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ভাষা স্থানে স্থানে বড়ই মধুর, বর্ণনাও অনেক স্থলে হৃদয়স্পর্শী। এ গ্রন্থ বঙ্গীয় উপন্যাস-সাহিত্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বাড়াইবে।

বশংবদ

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

পত্রখানি অতি বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় এবং অন্যত্রে মুদ্রিত করিবার উপায় না দেখিয়া শেষেই প্রকাশিত হইল।